দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৪৭ ॥ ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১০ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২২ জমাঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

৬ সংস্কার কমিশন শিগগিরই প্রস্তাব জমা দেবে : বদিউল আলম

স্টাফ রিপোর্টার : ছয়টি সংস্কার কমিশন শিগগিরই তাদের প্রস্তাবনা জমা দেবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক সেমিনারে তিনি এ কথা জানান। বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ২০০৭-০৮ সালের মতো সংস্কার যাতে গালিতে পরিণত না হয়, সে লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সংস্কারের প্রস্তাব পাওয়ার পর বল অন্যদের কোর্টে চলে যাবে। এরপর মূল কাজ সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলের। জনপ্রশাসন জনগণের প্রশাসন হওয়া উচিত ছিল।

ধর্মের শান্তির বাণী নিজের মধ্যে স্থাপন করতে হবে : প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বড়দিন উপলক্ষে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। এসময় তিনি বলেন, প্রত্যেক ধর্মে শান্তির বাণী আছে। সেই শান্তির বাণী নিজের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে প্রধান উপদেষ্টা একথা বলেন। বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আজকের দিনে আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমরা ধর্মীয় সংহতি চাই। সংখ্যালঘু, সংখ্যাগরিষ্ঠ এই শব্দগুলো আমরা চাই না। এদেশে আমরা সবাই এক পরিবার, সবাই মিলে একত্রে থাকব-- এটা আমাদের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সবার এগিয়ে আসতে হবে। 'আমরা মানুষ একই। আমাদের মানুষ পরিচয় আগে, তারপর ধর্ম। প্রত্যেক ধর্মে শান্তির বাণী আছে। সেই শান্তির বাণী নিজের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। তাহলেই বিভেদ দূর হবে। নিজ নিজ ধর্মের শান্তির বাণী নিজের মনের মধ্যে স্থাপন করা গেলে অন্য ধর্মের মধ্যেও তা খুঁজে পাবেন। তখন আর অন্য ধর্মের সঙ্গে বিভেদ হবে না। আমাদের ছেলেমেয়েরা সুন্দর শৈশব পাবে, বলেন তিনি। ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের সঞ্চালনায় খ্রিস্টান ধর্মের নেতাদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু আর্চবিশপ বিজয়

২-এর পাতায় দেখুন

অসন্তোষ, সারাদেশে ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কলম বিরতি

স্টাফ রিপোর্টার : জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবিত উপসচিব পুলে কোটা পদ্ধতি বহাল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারকে সিভিল সার্ভিসের বহির্ভূত করণের প্রতিবাদে এবং পেশাভিত্তিক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে এক ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছে সিভিল সার্ভিসের ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা। 'আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ' এর আহ্বানে সারাদেশে ২৫ ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত সকল দপ্তরে মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রশাসন ক্যাডার বাদে বাকি ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বলে জানিয়েছেন আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের সমন্বয়ক মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। গত কয়েকদিন আগে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন উপসচিব পুলে প্রশাসন ক্যাডারের জন্য ৫০ শতাংশ কোটা রেখে অন্যান্য ২৫টি ক্যাডারের জন্য ৫০ শতাংশ পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারকে সিভিল সার্ভিস হতে আলাদা করার সুপারিশ করে। 'আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ' এর সঙ্গে কোনো রকম

২-এর পাতায় দেখুন

যত্রতত্র স্টেশন নির্মাণ করে অর্থ অপচয় করা হয়েছে : রেলপথ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : রেলওয়ে খাতে অপরিকল্পিত উদ্যোগে রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মাদ ফাওজুল কবির খান। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকা- খুলনা রুটে নতুন ট্রেন উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন। ফাওজুল কবির খান বলেন, 'অপব্যয়, যত্রতত্র স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে, যত্রতত্র রেললাইন বিস্তার করা হয়েছে। কিন্তু লোকমোটিভ আছে কিনা, কোচ আছে কিনা, জনবল আছে কিনা, এগুলোর ব্যবস্থা আছে কিনা দেখা হয়নি।' সাধারণ যাত্রীদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, 'সবাই আশা করেন রেলগাড়িটি তাদের বাড়ির পাশে থামবে। আবার তারা এটাও চান দ্রুত সময়ের মধ্যে পৌছবেন। এটা সম্ভব না, যতবেশি স্টপেজ হবে ততই যাতায়াতের সময় বাড়বে। এখন এমন একটা ধারণা হয়েছে প্রত্যেক জায়গায় স্টেশন হতে হবে। প্রত্যেক জায়গায় ট্রেন থামবে। আমরা আশা করবো, এটা চিন্তা করবেন না।' তিনি বলেন, 'যেখানে যাত্রী বেশি পাওয়া যাবে, রাজস্ব আসবে, সেখানে রেল থামবে। একটা বিষয় মনে রাখবেন, রেল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, রেলকে

২-এর পাতায় দেখুন

বড়দিনে রাজধানীতে ফানুস ওড়ানো-আতশবাজি ফোটানো নিষিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : আজ বুধবার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব 'বড়দিন' উদযাপিত হবে। এ দিন রাজধানীতে পটকা ফোটানো, ফানুস ওড়ানো ও আতশবাজিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। গতকাল মঙ্গলবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বড়দিনের অনুষ্ঠান ভাবগম্ভীর ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং-ওওও/৭৬) এর ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে আজ বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় সব ধরনের আতশবাজি, পটকা ফোটানো এবং

২-এর পাতায় দেখুন

একের পর এক অপারেশন বন্ধ

সারচার্জে পিষ্ট দেশীয় এয়ারলাইন্সগুলো

স্টাফ রিপোর্টার : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) আরোপিত মাসিক ৬ শতাংশ হারে অস্বাভাবিক সারচার্জ দিতে হয়। মাসিক বকেয়া পাওনার ওপর বছর শেষে এ সারচার্জ দাঁড়ায় ৭২ শতাংশে। ফলে বাংলাদেশে সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়া এয়ারলাইন্সগুলো আর ফিরতে পারছে না। মাত্রাতিরিক্ত এমন চার্জ অব্যাহত থাকলে যে কোনো পরিস্থিতিতে বন্ধ হয়ে যেতে পারে দেশীয় এয়ারলাইন্সগুলো। বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্সগুলোর মালিকেরা বলছেন, মাত্রাতিরিক্ত এ সারচার্জের কারণে অনেক এয়ারলাইন্স দেনা শোধ করতে পারছে না। দেনার চাপে তারা দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। সময় মতো পাওনা পরিশোধ করতে না পারলে সারচার্জ দিয়ে পাওনা পরিশোধের নিয়ম অনেক দেশেই আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বেবিচকের হার অনেক বেশি। বেশ কয়েকটি দেশের সিভিল এভিয়েশনের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, সিঙ্গাপুরের মতো উন্নত দেশে এ সারচার্জ ৮ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ১২ শতাংশ, ওমানে ১০ শতাংশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রতিষ্ঠান ভেদে ১২ থেকে ১৮ শতাংশ, পাকিস্তানে ২ শতাংশ। তবে, পাকিস্তানে চার্জের সঙ্গে ব্যাংকের কিছু চার্জ যুক্ত হয়। বর্তমানে বেবিচকের বকেয়ার ওপর মাসে ৬ শতাংশ হারে বছরে সারচার্জ দিতে হচ্ছে ৭২ শতাংশ। এয়ারলাইন্সের মালিকেরা বলছেন, যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, পাশাপাশি ডলারের মূল্যবৃদ্ধিড় এ দুই কারণে

২-এর পাতায় দেখুন

এক প্রস্তাবে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের দাবি বেড়ে ১৫ দফা

স্টাফ রিপোর্টার : বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারকে ক্যাডার-বহির্ভূতকরণে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের কারণে অসন্তোষ তীব্র হচ্ছে। ওই প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারের পক্ষ থেকে ১৫ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষা ক্যাডারকে ক্যাডার বহির্ভূতকরণ ও শিক্ষা কমিশনের আওতায় নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারকে ক্যাডার-বহির্ভূতকরণের অশুভ প্রচেষ্টা প্রতিরোধকল্পে এবং শিক্ষা ক্যাডারের ১৫ দফা দাবি আদায়ের

২-এর পাতায় দেখুন

ড. ইউনূসকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার ফোন

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র পাশে থাকবে বলে জানিয়েছে জ্যাক সুলিভান। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। হোয়াইট হাউস জানায়, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের সঙ্গে ফোনালাপ হয়েছে সুলিভানের। এ সময় তারা ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তা সুরক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, একটি সমৃদ্ধ, স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন জ্যাক সুলিভান। বাংলাদেশ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে সেগুলো মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন জ্যাক সুলিভান।

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস মামলায় পিএসসির ২ কর্মচারী রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় রাজধানীর পল্টন মডেল থানার মামলায় গ্রেফতার পিএসসি বিজ্ঞান শাখার অফিস সহকারী মো. আব্দুল আজিম ও পিএসসির পরিচ্ছন্নতা কর্মী রুপন চন্দ্র দাসের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন ঢাকার একটি আদালত। মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমানের আদালত শুনানি শেষে তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এদিন তাদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাদের উপস্থিতিতে শুনানি হয়। এ সময় আসামিপক্ষে রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে শুনানি করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে পাঁচ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। এর আগে ১৭

২-এর পাতায় দেখুন

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনা কোম্পানি ২ কোটি ৮৯ লাখ ডলার বিনিয়োগ করবে

স্টাফ রিপোর্টার : চীনা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডিং উ (বিডি) এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড ২ কোটি ৮৯ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার বিনিয়োগে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটি পোশাক উৎপাদনকারী কারখানা স্থাপন করতে যাচ্ছে। গত সোমবার এ লক্ষ্যে ঢাকায় বেপজা নির্বাহী দপ্তরে প্রতিষ্ঠানটির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমানের উপস্থিতিতে বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর এবং ডিং উ (বিডি) এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঝুওয়ান কাই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চীনা কোম্পানিটি

২-এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সাধারন নাবিক ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে নাবিক হত্যাকান্ডের সঠিক তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

আগামী সরকার বিএনপিই গঠন করবে: নিতাই চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী সরকার বিএনপিই গঠন করবে এবং সব সমস্যার সমাধান করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এবং সাবেক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে বাংলাদেশ শিক্ষা পর্যবেক্ষক ফোরাম, কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত 'শিক্ষার টেকসই উন্নয়ন, প্রসার ও কর্মমুখীকরণে বিএনপির ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, আগামী সরকার বিএনপিই গঠন করবে এবং সব সমস্যার সমাধান করবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব তারেক রহমান নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। তার হাত ধরে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে। তাই আগামীতে বিএনপি সরকার গঠন করবে। তিনি বলেন, আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, রূপান্তর চাই। গত ১৬ বছর

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সঙ্গে তুরস্কের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুফল বয়ে আনবে : বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের সঙ্গে তুরস্কের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দুদেশের ব্যবসায়ীদের জন্যই সুফল বয়ে আনবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে সচিবালয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টার নিজ দপ্তরে ঢাকায় নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেনের সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তারা দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্ভাবনা ও জানুয়ারি মাসে তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে তুরস্কের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশ গভীর। অর্থনৈতিক এনগেজমেন্ট বাড়ানো ও দুদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কোন্নয়ন উভয় দেশের জন্যই সুফল বয়ে আনবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন বলেন, তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রীর আসন্ন বাংলাদেশ সফর মূলত অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তুরস্কের সংহতি প্রকাশের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পাশাপাশি এ সফর হবে দুদেশের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা অন্বেষণের জোর পদক্ষেপ। তুরস্কের রাষ্ট্রদূত সেদেশের বাণিজ্যমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের বিস্তারিত বাণিজ্য উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) আয়েশা আক্তার।

জাহাজে 'ডাকাতি নয়' আলামত দেখে 'ভিন্ন সন্দেহ' স্বজনদের

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের মেঘনা নদীর মাঝেচর এলাকায় সারবাহী জাহাজে সাতজন খুনের ঘটনাটি ডাকাতি বলা হলেও স্বজনদের দাবি, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। মরদেহে 'আলামত' দেখেই এমন দাবি তাদের। পুলিশও এই ঘটনাকে সন্দেহের মধ্যে রেখে তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছে। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে মরদেহ শনাক্তের জন্য আসা স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে তাদের এই অভিমত পাওয়া যায়। গত সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে ঘটনাস্থল থেকে নোঙর করা জাহাজে পাঁচজনের মরদেহ পাওয়া যায়। তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিলে তাদের মধ্যে আরও দুজন মারা যান। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত অবশ্য মামলা হয়নি। মঙ্গলবার সকাল ১০টার পর মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়। সেখানে তাদের স্বজনদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সোমবারের সুরতহাল এবং

২-এর পাতায় দেখুন

হাড়কাঁপানো শীত

দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শ্রীমঙ্গলে

শ্রীমঙ্গল প্রতিনিধি : চায়ের দেশ মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বেড়েছে শীতের প্রকোপ। কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারদিক। গত দুদিন ধরে তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী।

মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শ্রীমঙ্গলে ৮ দশমিক ৯ ডি?গ্রি সেল?সিয়াস রেকর্ড করা হয়, যা সারাদেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ মো. আনিসুর রহমান। তিনি বলেন, শ্রীমঙ্গলের ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। মৃদু শৈত্যপ্রবাহের ফলে শীত বেড়েছে। শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জানায়, শ্রীমঙ্গলে সকাল ৯টায় ৮ দশমিক ৯ ডি?গ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। ভোর ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সোমবারও দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল এই অঞ্চলে।

তবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেশি থাকায় এবং সূর্যের উষ্ণতা থাকায় জনজীবনে কিছুটা স্বস্তি রয়েছে। শীতের তীব্রতা বাড়ায় জেলার চা বাগান ও হাওরাঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষরা পরেছেন বিপাকে। শীত বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন খেটে খাওয়া মানুষ। এ বিষয়ে জেলা ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তা জানান, 'এ বছর ১০ হাজার কম্বল, দুই দফায় ২১ লাখ ও সাড়ে ২৭ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে এগুলো বিতরণ শুরু হয়েছে।'

আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় ৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলেন চলাকালে ঢাকার আশুলিয়ায় ৬ মরদেহ পোড়ানোর অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক এমপি সাইফুল ইসলামসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এ বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, পুলিশভ্যানে লাশ পোড়ানোর ঘটনার তদন্ত করে দেখা যায়, সেদিন অপরাধীরা বাঁচতে পুলিশের গাড়িতে লাশ পোড়ায়। সাবেক এমপি সাইফুল ইসলাম নিজ হাতে গুলি করছেন এমন ভিডিও রয়েছে, কাজেই তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা-১৯ আসনের সাবেক এমপি সাইফুল ছাড়া বাকি চারজনই পুলিশ কর্মকর্তা। আগামী ২৫ জানুয়ারি এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন

২-এর পাতায় দেখুন

১৭ বছর পর কারামুক্ত বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম পিন্টু

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে মুক্তি পেয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম পিন্টু। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৪ মিনিটে তিনি কারামুক্ত হন। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর সিনিয়র জেল সুপার আল মামুন জানান, গত সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) আদালত থেকে পিন্টুর জামিনের কাগজপত্র কারাগারে এসে পৌছায়। পরে তা যাচাই-বাছাই শেষে মঙ্গলবার বেলা ১১টা ৪ মিনিটে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ বন্দি ছিলেন। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী পিন্টু প্রায় ১৭ বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন। জানা গেছে, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় খালাস পাওয়ায় মঙ্গলবার ১১টা ৪ মিনিটে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে মুক্তি পান তিনি। আলোচিত ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় সম্পূরক অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে বিচারিক আদালতের বিচার অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ডেথ রেফারেন্স নাকচ করে এবং আসামিদের আপিল মঞ্জুর করে গত ১ ডিসেম্বর এ রায় দেওয়া হয়। টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক পিন্টু ১৯৯১, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ও

২-এর পাতায় দেখুন

পুলিশের অভিযানে রাজধানীতে ১৮ চোরাই ফোন উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কোতোয়ালি থানা এলাকা হতে ১৮ টি চোরাই মোবাইলসেট উদ্ধারসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানা। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো, মো. সোহাগ মোল্লা (৩০) মো. আব্দুল্লাহ (২৪) জয় হোসেন (২২) ও মো. শহিদুল ইসলাম (৪৮) এ সময় তাদের হেফাজত হতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১৮ টি পুরাতন মোবাইল ফোন, একটি পুরাতন পাওয়ার ব্যাংক এবং চারটি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পুরাতন হাতঘড়ি উদ্ধার করা হয়। গত সোমবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। রোববার রাতে কোতোয়ালি থানাধীন ওয়াইজঘাট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কোতোয়ালি থানা সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তথ্য পাওয়া যায়, ওয়াইজঘাট এলাকার ব্যাকল্যান্ড বাঁধ রোডের সিটি কর্পোরেশন মার্কেটের সামনে কিছু ব্যাক্তি চোরাই মোবাইল ক্রয়-

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বুধবার ॥ ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১০ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

পদ্মা সেতু দুর্নীতির ষড়যন্ত্র মামলা পুনরায় তদন্তের সিদ্ধান্ত দুদকের

স্টাফ রিপোর্টার : পদ্মা সেতু দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্র মামলা পুনরায় তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্রিফ করেন দুদক মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন। এসময় তিনি জানান, পদ্মা সেতু দুর্নীতি ষড়যন্ত্র মামলার পুনরায় তদন্ত শুরু করেছে দুদক। এছাড়াও সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নভোথিয়েটার দুর্নীতি মামলা পুনরায় তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। তিন মামলায় আসামি হলেও পরে দায়মুক্তি পান তিনি। ৮ মেগা প্রকল্পে শেখ হাসিনার ২১ হাজার কোটি টাকা লোপাটের তদন্তে প্রধান উপদেষ্টার সচিব বরাবর তথ্য চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে করা এক প্রশ্নে দুদক মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন বলেন, এর আগেও এ বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের অবগত করা হয়েছে। অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধান দলের সদস্যরা দালিলিক প্রমাণ সংগ্রহের জন্য চিঠিপত্র দিচ্ছেন বিভিন্ন দফতরে। এটা তাদের অনুসন্ধান কাজের অংশ। তথ্য পাওয়ার পর দলের সদস্যরা পর্যালোচনা করবেন। এটার সাথে অভিযোগ প্রমাণের সহায়ক ও অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়, ছোট বোন শেখ রেহানা এবং তার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের দেশে-বিদেশে লেনদেনের যাবতীয় নথি তলব করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) কাছে চিঠি দিয়েছে দুদক। এদিন দুদকের প্রধান কার্যালয়ের পাঠানো চিঠিতে সংস্থাটির অনুসন্ধান টিম সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নামে পরিচালিত অফশোর ব্যাংকের হিসাব বিবরণীসহ সব অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে। পাশাপাশি অনুসন্ধান টিম প্রথম দফায় অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত নথিপত্র তলব করে নির্বাচন কমিশন এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অফিসের নথি তলব করেছে।

বিডিআর হত্যা তদন্ত কমিশনে যারা রয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার : বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পুনঃতদন্তে সাত সদস্যের স্বাধীন কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। গত সোমবার কমিশন গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রজ্ঞাপনে কমিশনের কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান। কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- মেজর জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. সাইদুর রহমান (বীর প্রতীক), অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম-সচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ, অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি ড. এম আকবর আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. শরীফুল ইসলাম এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক মো. শাহনেওয়াজ খান চন্দন। প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কমিটিকে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তর, পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের নামে সংঘটিত বর্বরতম হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশনে (নং- ১২১৬১/২০২৪) একটি জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে পুনঃতদন্তের নির্দেশনা দিয়েছে। তাই সরকার ?'কমিশন অব ইনকয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫৬' এর সেকশন-৩ এর দেওয়া ক্ষমতাবলে ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তর, পিলখানায় বিডিআর

৭-এর পাতায় দেখুন

গণহত্যায় জড়িতদের বিএনপিতে নেওয়া হবে না: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : যারা গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিএনপিতে নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাবে মহাসচিবের পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি। সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আওয়ামী লীগের নেতারা বিএনপিতে যোগদান করছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, এটা আমার জানা নাই। তবে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের (তারেক রহমান) নির্দেশ দেওয়া আছে, যারা সন্ত্রাসী, যারা গণহত্যার সঙ্গে জড়িত হয়েছিল, যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের কাউকে বিএনপিতে নেওয়া হবে না। সাংবাদিকরা দেশে দুর্নীতি ও ফ্যাসিবাদ থেকে উত্তরণের উপায় জানতে চাইলে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এরজন্য গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণের শাসনকে স্থাপিত করতে হবে। জনগণের যে নির্বাচিত পার্লামেন্ট, সেই পার্লামেন্ট দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে হবে। অন্য কোনো উপায় আছে বলে আমার জানা নেই।

দুদকের মামলায় সাবেক খাদ্য সচিব ইসমাইল গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : দুদকের করা মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলায় সাবেক খাদ্য সচিব ইসমাইল হোসেনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া এ আদেশ দেন। গ্রেপ্তারের আবেদনে দুদক জানিয়েছে, ৬৫টি ব্যাংক একাউন্টে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার সন্দেহজনকভাবে ৪৩ কোটি টাকা লেনদেন করেছেন। এর সঙ্গে ইসমাইল হোসেনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে তদন্তে বেরিয়ে আসার দাবি দুদকের। এর আগে, শনিবার যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার সময় বিমানবন্দর থেকে ইসমাইল হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সন্দেহে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে দুদিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছিল। জানা যায়, আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত ইসমাইল হোসেনের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।

ফ্যাসিবাদের পতনই সবচেয়ে বড় অর্জন বিএনপির

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘ দেড় দশক ধরে সরকারবিরোধী আন্দোলনে রাজপথে সরব বিএনপি। এসময়ে দলটিকে পাড়ি দিতে হয়েছে নানা চড়াই-উতরাই। বারবার হতে হয়েছে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। দলের তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীকে অসংখ্য মামলা মাথায় নিয়ে লড়তে হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। স্রোতের প্রতিকূলে নেতাকর্মীরাও বিভিন্ন সময় হয়েছেন কোনঠাসা। তবে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ শাসনের অবসান হলে প্রাথমিকভাবে হাঁপ ছাড়ে বিএনপি। দলের নেতাকর্মীদের মাঝে ফেরে চাঙ্গা ভাব। এমন প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালটিকে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের বছর হিসেবেই দেখছে বিএনপি। সরকার পতনে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান এবং তাতে সফল হওয়াটাকে নিজেদের এ বছরের রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বড় অর্জন হিসেবে দেখছেন দলটির অনেকে। বিএনপি নেতারা বলছেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের যে পতন হয়েছে তাতে সার্বিকভাবে বিএনপির অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এ ভূমিকার কারণে দল এবং দলের নেতৃত্বের প্রতি দেশের জনগণের আস্থা বেড়েছে। ২০২৪ সালে বিএনপির রাজনৈতিক অর্জন প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এসএম জিলানী বলেন, ফ্যাসিবাদের পতনই সবচেয়ে বড় অর্জন। আমরা একটি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। কেউ কেউ মনে করেন সেখানে শুধু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে এমনটি মনে করা একেবারেই সঠিক নয়। হাসিনা সরকারের পতনে মূল ভূমিকায় ছিল বিএনপি। তিনি বলেন, বিএনপির নেতাকর্মীরা গত ১৭ বছরে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, গুম, খুনের শিকার হয়েছেন। এ সবকিছুরই বহিঃপ্রকাশ ৫ আগস্ট। সরকার পতনের ক্ষেত্রটা তৈরি হয়েছে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর জেল-জুলুম আর নির্যাতনের মাধ্যমে। তাদের ওপর যে নির্যাতন নিপীড়ন হয়েছে সেখান থেকেই আন্দোলনের সূত্রপাত। 'পরবর্তীকালে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। কিন্তু এর ফিনিশিং করেছে বিএনপি। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নেতাকর্মীদের মাঠে রেখে

৭-এর পাতায় দেখুন

পদ্মা ব্যাংককে একীভূত করছে না এক্সিম ব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার : ঋণ অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনায় ডুবতে বসা পদ্মা ব্যাংক পিএলসিকে একীভূত করবে না এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি (এক্সিম ব্যাংক)। গত সোমবার অনুষ্ঠিত এক্সিম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ১৪ মার্চ এক্সিম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় পদ্মা ব্যাংককে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে একই বছরের ১৮ মার্চ সিদ্ধান্তের বিষয়টি দুই স্টক এক্সচেঞ্জ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে জানিয়েছিল এক্সিম ব্যাংক। তবে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর পরিবর্তিত বাস্তবতায় সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে এক্সিম ব্যাংক। গতকাল মঙ্গলবার সিদ্ধান্তের কথা ডিএসইর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জানাল এক্সিম ব্যাংক পিএলসি। চলতি বছরের শুরুতে দুর্বল ব্যাংকগুলো একীভূত করতে উদ্যোগ নিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। এরপর এক্সিম ও পদ্মা ব্যাংকের একীভূত হওয়ার প্রথম সিদ্ধান্ত হয়। একীভূতকরণ সংক্রান্ত

৭-এর পাতায় দেখুন

সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরই নির্বাচন: আসিফ মাহমুদ

দিনাজপুর প্রতিনিধি : নির্বাচন নিয়ে অধৈর্য হওয়ায় সরকারের সংস্কার কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলা মিলনায়তনে শীত বস্ত্র বিতরণ এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান যেভাবে সংস্কার করা দরকার সেই সংস্কারের এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে। সংস্কার কমিশন রিপোর্ট দিলে আমরা সে অনুযায়ী কাজ করব। তিনি আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের একটি রোড ম্যাপ ঘোষণা করেছেন। তবে আগামী নির্বাচন নির্ভর করছে সংস্কার কার্যক্রমের ওপর। সংস্কার কমিশনগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংস্কারের প্রস্তাব দেবে। সে রিপোর্টগুলো নিয়ে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার পলিটিক্যাল পার্টিদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মতবিনিময় শেষে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এর আগে উপজেলা প্রশাসনের

৭-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনাকে ফেরত আনতে পারলে বিচারটা ভালো হবে: তাজুল ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার : চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সরকার যদি ফেরত আনতে পারে তাহলে বিচারটা ভালোভাবে করা সম্ভব হবে। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে ভারতের কাছে সরকারের আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানোর বিষয়ে অভিমত জানতে চাইলে চিফ প্রসিকিউটর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের রিকোয়েস্টের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র এ

৭-এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার রাজধানীর কমলাপুরে ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনে পদ্মা সেতু রেল সংযোগের মাধ্যমে ভাঙ্গা জংশন এবং নড়াইল হয়ে জাহানাবাদ এক্সপ্রেস ও রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসের বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করা হয়।

পেনশন পুনঃস্থাপনের বয়সসীমা কমানোসহ ৩ দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : শতভাগ সমর্পিত পেনশন পুনঃস্থাপনের বয়সসীমা ১৫ বছর থেকে কমিয়ে ১০ বছর করাসহ তিন দফা দাবি জানিয়েছে পেনশন বৈষম্য দূরীকরণ পরিষদ। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী গ্রুপের সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, ১৫ বছরে পেনশন পুনঃস্থাপনের সুবিধা পেতে হলে একজন পেনশন-ারকে কমপক্ষে ৭৩ অথবা ৭৫ বছর বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের বর্তমান গড় আয়ু ৬৯ দশমিক ৬ বছর। একজন পেনশনার ৭৫ বছর বেঁচে থেকে পেনশন পুনঃস্থাপনের সুবিধা পেলেও তিনি কতদিন তা ভোগ করতে পারবেন, সেটিও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন পুনঃস্থাপন হবার একদিন আগেও তিনি যদি মারা যান, তাহলে তার

৭-এর পাতায় দেখুন

বড়দিনে রাজধানীতে কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই : সিটিটিসি প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান বড়দিন ঘিরে রাজধানীতে কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) অতিরিক্ত কমিশনার মো. মাসুদ করিম। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর কাকরাইলে চার্চে নিরাপত্তা মহড়া শেষে এ কথা বলেন তিনি। মো. মাসুদ করিম বলেন, আগামীকাল ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব শুভ বড়দিন উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রয়োজনীয় সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বলেন, নগরীর প্রতিটি চার্চে সাদা পোশাকে ও ইউনিফর্মে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও এই উৎসবকে ঘিরে সোয়াট, বোম্ব ডিসপোজাল টিমসহ স্পেশালাইজড ইউনিটগুলো দায়িত্ব পালন করবে। বর্তমানে সেনাবাহিনী আমাদের সাথে আছে। তারাও মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। সবার সহযোগিতায় অত্যন্ত আনন্দঘন

৭-এর পাতায় দেখুন

পরিচয় মিললো গাজীপুরে বোতাম কারখানায় আগুনে নিহত শ্রমিকদের

গাজীপুর প্রতিনিধি : পরিচয় মিলেছে গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটি (মোল্লাপাড়া) এম অ্যান্ড ইউ ট্রিমস (বোতাম) তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত তিন শ্রমিকের। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল। নিহতরা হলেন লালমনিরহাট জেলা সদর থানার তালুকহারাটি গ্রামের মোহাম্মদ বাব-লুর ছেলে মজমুল হক (২১), দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার লোহাচড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রউফ সরকারের ছেলে সোহাগ সরকার (৩২) এবং গোপালগঞ্জের মোকসেদপুর উপজেলার মহরতপুর গ্রামের রফিক মাতুব্বরের ছেলে শাওন (২২)। নিহতরা ওই কারখানায় রঙমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। নিহতদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো

৭-এর পাতায় দেখুন

ডাকাত চক্রের ৪ সক্রিয় সদস্যকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর লালবাগ এলাকা থেকে ডাকাত চক্রের চার সক্রিয় সদস্যকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির ডিবি-লালবাগ বিভাগ। গ্রেপ্তাররা হলেন- মানিক সরদার (৪০), আবদুল জব্বার (৪৮), তমাল হোসেন অভি (২৪) ও মো. মিরাজ হোসেন ওরফে চায়না ইমন (২২)। এ সময় তাদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি ধারাল ছুরি এবং লোহার রডের সঙ্গে সংযুক্ত করাত উদ্ধার করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ডিবি লালবাগ-বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত লালবাগ কেল্লার মোড় বেড়িবাঁধ সংলগ্ন শহীদ নগরের হাজী সেলিমের রডের

৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামে বেড়েছে শিশুদের ঠান্ডাজনিত রোগ

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : শীতের তীব্রতা বাড়ায় চট্টগ্রামের বাসিন্দারা কাবু হচ্ছেন ঠান্ডাজনিত বিভিন্ন রোগে। সব বয়সীরা আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি বিশেষ করে শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালসহ সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের ভর্তির সংখ্যাও বেড়ে গেছে। নগরের বিভিন্ন হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, যেসব শিশু বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসছে তাদের বেশিরভাগই শ্বাসতন্ত্রের নানা ধরনের সংক্রমণ ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। বাচ্চাদের অ্যাজমাও বেড়ে গেছে। সর্দি, জ্বর ও ডায়রিয়া নিয়ে নগরের দামপাড়া এলাকার এক বছরের সাজনকে সপ্তাহখানেক আগে ভর্তি করানো হয় নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ৪ দিন পর বাসায় ফিরলেও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি বলে জানিয়েছেন তার অভিবাবকেরা। চিকিৎসকেরা বলছেন, শীতের এই সময়টায় শিশুরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। ডায়রিয়া, নিউমোনিয়াসহ ঠান্ডাজনিত রোগ হলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। শিশুদের ঠিকমতো যত্ন নিলে এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়ালে সাধারণত ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে সেরে যায়। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে এটি জটিলও হয়ে যেতে পারে। তাই শিশুদের জ্বর সর্দি হলেও কোনোভাবে অবহেলা করার সুযোগ নেই। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জেরিন মাহফুজ

৭-এর পাতায় দেখুন

৩০০ কোটি টাকার নিচে নামলো লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : টানা দরপতনের সঙ্গে বড় ধরনের লেনদেন খরা দেখা দিয়েছে দেশের শেয়ারবাজারে। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ৩০০ কোটি টাকার কম লেনদেন হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর এত কম লেনদেন আর হয়নি। লেনদেন খরা দেখা দেওয়ার পাশাপাশি দাম কমার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশি প্রতিষ্ঠান। ফলে কমেছে প্রধান মূল্যসূচক। তবে বেড়েছে অন্য দুই সূচক। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। ফলে এ বাজারটিতেও মূল্যসূচক বেড়েছে । সেই সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ। এদিন শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেনের

৭-এর পাতায় দেখুন

হাসিনা-রেহানা পরিবারের দুর্নীতি

আর্থিক লেনদেনের নথি তলব করেছে দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়, ছোট বোন শেখ রেহানা এবং রেহানার মেয়ে ও ব্রিটিশ মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের দেশে-বিদেশে লেনদেনের যাবতীয় নথি তলব করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) কাছে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো চিঠিতে সংস্থাটির অনুসন্ধান টিম সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নামে পরিচালিত অফশোর ব্যাংকের হিসাব বিবরণীসহ সব অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে। পাশাপাশি অনুসন্ধান টিম প্রথম দফায় অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত নথিপত্র তলব করে নির্বাচন কমিশন এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট

৭-এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টির পাশাপাশি বাড়তে পারে তাপমাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রথম ধাপে শৈত্যপ্রবাহের পর শীত কিছুটা কমেছে। যদিও আজ শুধু দেশের শ্রীমঙ্গলে তাপমাত্রা নেমেছে ৮ ডিগ্রিতে। অন্যত্র তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রির ওপরে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজও দেশের উপকূলে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, মঙ্গলবার অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। তবে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে আবারও বৃষ্টির আভাস এসময় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায়

ট্রাইব্যুনাল। এর আগে, গত ১১ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলেন চলাকালে ঢাকার আশুলিয়ায় আগুনে পুড়িয়ে ৬ জনকে হত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৭০ জনের বিরুদ্ধে আলাদা দুটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় ভিকটিমের পরিবারের পক্ষে অ্যাডভোকেট হুজ্জাতুল ইসলাম ইসলাম খান আলাদা এ দুটি অভিযোগ দায়ের করেন।

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনা

বার্ষিক ৫ কোটি পিছ আন্ডারওয়্যার, টি শার্ট, ইয়োগা প্যান্ট এবং সাঁতার কাটার প্যান্ট তৈরি করবে। এ কোম্পানিতে ৩ হাজার ১৩৫ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলকে তাদের বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য ডিং উ (বিডি) এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডকে ধন্যবাদ জানান এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ প্রদানে বেপজার অঙ্গীকার তুলে ধরেন। তিনি ডিং উ (বিডি) এন্টারপ্রাইজকে বেপজা পরিবারে স্বাগত জানান। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) মো. ইমতিয়াজ হোসেন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) মো. খুরশিদ আলম, নির্বাহী পরিচালক মসিহ্উদ্দিন বিন মেসবাহ এবং নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ.এস.এম. আনোয়ার পারভেজসহ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশের অভিযানে রাজধানীতে ১৮

বিক্রয়ের উদ্দেশে অবস্থান করছে এমন সংবাদে অভিযান পরিচালনা করে থানার একটি টিম। পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে পালানোর সময় উল্লিখিত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তাদের হেফাজত থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১৮ পুরাতন মোবাইল ফোন, একটি পুরাতন পাওয়ার ব্যাংক এবং চারটি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পুরাতন হাতঘড়ি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। সূত্র আরো জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা পরস্পর যোগসাজসে ঢাকার গুলিস্তানসহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা হতে ছিনতাইকৃত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পুরাতন মোবাইল সেট, পাওয়ার ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হাতঘড়ি স্বল্প মূল্যে ক্রয় করে দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকার সদরঘাটসহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয় করে আসছে। উদ্ধারকৃত মোবাইল সেট, পাওয়ার ব্যাংক এবং হাতঘড়ি একই উদ্দেশে তাদের কাছে ছিল বলে তারা প্রাথমিক স্বীকার করেছে।

১৭ বছর পর কারামুক্ত বিএনপির

২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর-ভূঞাপুর) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০১ সালে তিনি শিক্ষা উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় গ্রেপ্তার হন তিনি। তখন থেকেই তিনি কারাগারে ছিলেন। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় পিন্টু ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে কারাগারে বন্দি ছিলেন। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান পিন্টুর কারা মুক্তির খবরে গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত নেতাকর্মী কারাফটকে এসে ভিড় করেন। মুক্তির পর কারাফটকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান তারা।

জাহাজে 'ডাকাতি নয়' আলামত

ময়নাতদন্তের ভিত্তিতে কাজ করছে নৌপুলিশ। যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার, তারা হলেন জাহাজের মাস্টার গোলাম কিবরিয়া, সুকানি আমিনুল মুন্সী, লস্কর শেখ সবুজ (৩৫), লস্কর মো. মাজেদুল (১৬), লস্কর সজিবুল ইসলাম (২৬), ইঞ্জিনচালক মো. সালাউদ্দিন (৪০) ও বাবুর্চি কাজী রানা (২৪)। এদের মধ্যে গোলাম কিবরিয়া ফরিদপুর জেলা সদরের জোয়াইর গ্রামের মৃত আনিছ বিশ্বাসের ছেলে; শেখ সবুজ তারই আপন ভাগ্নে এবং একই গ্রামের মৃত আতাউর রহমানের ছেলে; আমিনুল মুন্সী নড়াইল জেলার লোহাগড়া তানার ইটনা ইউনিয়নের পাঙ্খারচর গ্রামের মৃত মজিবুর রহমানের ছেল; মো. মাজেদুল মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানার মো. আনিছুর রহমানের ছেলে; সজিবুল ইসলাম একই উপজেলার পলাশবাড়িয়া গ্রামের দাউদ হোসেনের ছেলে; মো. সালাউদ্দিন নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার লাহোরিয়া ১১ নলি গ্রামের মৃত আবেদ মোল্লার ছেলে; আর কাজী রানা মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল গ্রামের কাজী দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। লস্কর শেখ সবুজের ছোট ভাই সাদিকুর রহমান বলেন, 'জাহাজের মাস্টার গোলাম কিবরিয়া আমার মামা। তার মাধ্যমেই আমার ছোট ভাই সবুজ জাহাজে আসেন। তিনি লস্কর হিসেবে কাজ করেন। একদিন আগে আমার সঙ্গে ভাইয়ের কথা হয়েছে। যে মর্মান্তিক ঘটনায় আমার ভাই হত্যার শিকার হয়েছে, আমি চাই এমন ঘটনা যেন কারও ভাগ্যে না ঘটে। এই জাহাজে থাকা প্রত্যেকটি হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করছি। ঘটনাটি যেন কেউ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা না করে, আমি এটিও দাবি করছি। একই দাবি জানান জাহাজের মাস্টার গোলাম কিবরিয়ার ভাই আউয়াল হোসেন। তিনি বলেন, 'এই মাসেই আমার ভাইয়ের চাকরির মেয়াদ শেষ হতো। তিনি ১ জানুয়ারি থেকে অবসরে যেতেন। ওনার দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়ের জানুয়ারি মাসে বিয়ে হওয়ার কথা। কিন্তু এই ঘটনার পরে সব পকিল্পনাই যেন শেষ। ডাকাতির ঘটনা ঘটলে জাহাজে লুটপাট হতো, মারামারিতে হত্যাকাণ্ডের জখম ভিন্ন ভিন্ন হতো। কিন্তু যারা খুন হয়েছেন, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও জাহাজে পাওয়া গেছে, এমনকি প্রত্যেকের খুন হওয়ার ধরনও একই। সুকানি আমিনুল মুন্সীর বড় ভাই মো. হুমায়ুন ও ইঞ্জিনচালক সালাউদ্দিনের মামাতো ভাই জাহাঙ্গীর অভিযোগ করেন, ঘটনাটি তারা ডাকাতি শুনলেও আলামত দেখে মনে হচ্ছে এটি পরিকল্পিত হত্যা। কারণ নিহত প্রত্যেকের মাথায় ধারলো অস্ত্রের আঘাত। যারা হত্যার শিকার হয়েছেন সবারই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জাহাজে পাওয়া গেছে। এমনকি জাহাজে থাকা পাঁচজনকে উদ্ধারের সময় তাদের শোয়া অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. আনিসুর রহমান বলেন, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জুয়েল নামে একজনের গলা ও শ্বাসনালী কাটা ছিল। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। আর সজিবুল ও মাজেদুলকে যখন মৃত অবস্থায় আনা হয়, তখন তাদের মাথায় ও শরীরেও আঘাতের চিহ্ন ছিল। হাইমচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিউদ্দিন সুমন বাংলানিউজকে বলেন, ঘটনার পর সাতজনেরই ময়নাতদন্তের কাজ চলছে। ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের নিকট মরদেহ হস্তান্তর হবে। একই সঙ্গে পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে। চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন বলেন, নিহত সাতজনের প্রত্যেকের পরিবারকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় নিহতদের পরিবারের থেকে থানায় মামলা হবে।

আগামী সরকার বিএনপিই গঠন

বিগত সরকার দেশের সবকিছুকে ধ্বংস করেছে। গোটা রাষ্ট্রের চরিত্র ধ্বংস করে দিয়েছে। সব রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে দূষিত করেছে। তিনি বলেন, আমাদের একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় করা দরকার। তাহলে দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর সম্ভব। বাংলাদেশকে সোনার বাংলা বলা হতো। কিন্তু ফ্যাসিবাদি সরকারের কারণে আজ আমাদের এই হাল। সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং ইআরআই চেয়ারম্যান ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। একটি শিক্ষা কমিশন দরকার। অন্তর্বর্তী সরকার শিক্ষা সংস্কার কমিশন করেছে। এটা ভালো উদ্যোগ। একটা কারিগরি মন্ত্রণালয় করা প্রয়োজন। আমাদের দেশ থেকে অনেক মানুষ বিদেশে পাড়ি জমান। তাদের দক্ষভাবে পাঠাতে পারলে আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আনা সম্ভব। তিনি বলেন, এই সরকার কিছু ক্ষেত্রে ভালো কাজ করেছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দুর্বলতা, ব্যর্থতা রয়েছে। তাই অতিদ্রুত নির্বাচন করে একটি রাজনৈতিক সরকার গঠন করে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। যতগুলো সংস্কার কমিশন করা হয়েছে তা রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফায় আছে। এখানে আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ার প্রতিফলন আছে। বাংলাদেশ শিক্ষা পর্যবেক্ষক ফোরাম, কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবু সাঈদ পলাশের সভাপতিত্বে এবং কমিটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অধ্যাপিকা শামীমা ইয়াসমিনের সঞ্চালনায় এ সময় আরও ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগাঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি নাজমুন নাহার বেবী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আসাদুজ্জামান খান প্রমুখ।

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস মামলায়

ডিসেম্বর আগারগাঁওয়ের পিএসসি প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল, পিএসসির বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র, বিভিন্ন ব্যাংকের চেক ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। পরদিন গত ১৮ ডিসেম্বর তাদের আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার সুমন কুমার সাহা তাদের ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। এরপর আদালত তাদের কারাগারে পাঠানো আদেশ দেন। একইসঙ্গে রিমান্ড শুনানির জন্য ২৪ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেন। এর আগে গত ৮ জুলাই রাজধানীর পল্টন থানায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন আইনে সিআইডির উপ-পরিদর্শক নিপ্পন চন্দ্র চন্দ বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলায় ৩১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৫০/৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ মামলার পর এখন পর্যন্ত পিএসসির চেয়ারম্যানের সাবেক গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলী জীবনসহ ২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামিরা গত ৫ জুলাই বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক আয়োজিত পরীক্ষার নাম- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বাংলাদেশ রেলওয়ে), পদের নাম- সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (নন ক্যাডার)-এর নিয়োগ পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরীক্ষার হুবহু প্রশ্নপত্র ফাঁস করে একদল সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (নন ক্যাডার) পদে নিয়োগ প্রার্থী পরীক্ষার্থীর নিকট অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তর বিতরণ করেছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা একটি সংঘবদ্ধ চক্র হিসেবে বিগত বছরগুলোর বিভিন্ন সময়ে বিসিএসসহ পিএসসির বিভিন্ন গ্রেডের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বলে মামলার উল্লেখ করা হয়েছে।

এক প্রস্তাবে বিসিএস শিক্ষা

লক্ষ্যে প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সম্প্রতি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারের বিলুপ্তি বিষয়ে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করার জন্য এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর ড. রুহুল কাদির, প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল প্রফেসর সৈয়দ মইনুল হাসান, প্রফেসর মুহাম্মদ ফাতিহুল কাদির প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে ২৫টি ক্যাডারের সংগ্রঠন আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের নেতৃবৃন্দ শিক্ষা ক্যাডারের দাবি ও আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ক্যাডার বহির্ভূতকরণের উদ্যোগ প্রতিহত করতে শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যগণ যেকোনো ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুত বলে জানানো হয়। সংস্কার কমিশন শিক্ষা ক্যাডার বিলুপ্তির কথা প্রচার করে ক্যাডার সদস্যদের সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলেও নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। তারা কমিশনকে ক্যাডার বহির্ভূতকরণের উদ্যোগ থেকে সরে আসার বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য আশা করেন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে বিদ্যমান বৈষম্যসমূহ এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ দফা দাবি- দাবি ১: বিসিএস সাধারণ শিক্ষাকে ক্যাডার বহির্ভূত করার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ থেকে সরে আসার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আমাদের সবার জানা উচিত, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার হঠাৎ করে জন্ম নেয়নি। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৬১ সালে বেসামরিক জনগণ বা সিভিল-নাগরিকদের প্রাপ্য সেবা সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) গঠিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিপিএস) গঠিত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে প্রশাসন, কৃষি, স্বাস্থ্য, পুলিশসহ বিভিন্ন সার্ভিস সেক্টরের মতো এডুকেশন সার্ভিসও বরাবর সিভিল সার্ভিসের অংশ ছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালের সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তানের অন্তর্গত ইস্ট পাকিস্তান সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস ও ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিস স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর অনিবার্য অংশ হিসাবে জেনারেল এডুকেশন ও টেকনিক্যাল এডুকেশন ক্যাডার নামে দুটি শাখায় আত্মপ্রকাশ করে। বিসিএস কম্পোজিশন অ্যান্ড ক্যাডার রুলস ১৯৮০-তে বিষয়টি স্পষ্ট করা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, শত বছরের ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে একটি বিশেষ মহলের চক্রান্তে গত ৪ দশক ধরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সকল সম্ভাবনা ও বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কফিনের শেষ পেরেক হিসেবে শিক্ষা সেক্টরকে ক্যাডার বহির্ভূত করার অনেক পুরানো ও গোপন নীল নকশা আজ উন্মোচিত হয়েছে। সরকারি চাকরিতে বৈষম্যের বিরোধিতা করে আমাদেরই শিক্ষার্থীরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে যে পরিবর্তনের সূচনা করে, তার ধারাবাহিকতায় বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে গঠিত একটি সংস্কার কমিশন কী কারণে কাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষা সেক্টরে কর্মরত ক্যাডার কর্মকর্তাদের বৈষম্য বাড়ানোর কাজে লিপ্ত হলেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। সুতরাং নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বার্থে, মহান শিক্ষকতার পেশায় মেধাবীদের আকর্ষণ করার জন্য, বিসিএস সাধারণ শিক্ষাকে ক্যাডার বহির্ভূত করার নীল নকশা থেকে সরে আসতে হবে। আমরা মনে করি, অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে প্রেসমিটের মাধ্যমে বিষয়টি জনসমক্ষে নিয়ে এসে শিক্ষা ক্যাডারকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে যা কোনোভাবেই উচিত হয়নি। দাবি ২: সকল প্রকার কোটা-বৈষম্য তুলে দিয়ে মেধার ভিত্তিতে সরকারের উপসচিব পদে যোগদান নিশ্চিত করার জন্য তা শতভাগ উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে সমান সুযোগ দিতে হবে। দাবি ৩: মন্ত্রণালয়সহ ক্যাডার সংশ্লিষ্ট সকল পদে স্ব স্ব ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন করতে হবে, অর্থাৎ কৃত্য পেশাভিত্তিক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দাবি ৪: শিক্ষা ক্যাডারসহ সকল ক্যাডারের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। দাবি ৫: বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার একটি পেশা-বিশেষায়িত ক্যাডার। তাই সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষা ধারার সকল শিক্ষা স্তর যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা কিংবা মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল পদ হতে প্রশাসন ক্যাডারের অপেশাদার ও অশিক্ষক কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে সব দপ্তরের নিয়োগ বিধিমালায় অন্যায্যভাবে প্রশাসন ক্যাডারের পদস্তর উল্লেখ করে একতরফা গেজেট করা হয়েছে, তা সংশোধন করে তাতে শিক্ষা ক্যাডারের পদস্তর সংযোজন করতে হবে। দাবি ৬: বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে ৬ স্তরের পদসোপান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দাবি ৭: বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক পদকে ৩য় গ্রেডে উন্নীত করতে হবে এবং আনুপাতিক হারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ১ম, ২য় ও ৩য় গ্রেডের পদ সৃষ্টি করতে হবে। দাবি ৮: প্রতিটি শিক্ষান্তরের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম তদারকির জন্য অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদ সৃষ্টি ও দপ্তর স্থাপন করতে হবে। এছাড়া ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ একাডেমি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দাবি ৯: কলেজ ও দপ্তর-অধিদপ্তরসমূহে বিদ্যমান প্যাটার্ন অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাপ্য পদ সৃজন করতে হবে। দাবি ১০: নিয়মিত রুটিনে বছরে দুইবার সকল টায়ারে একই সাথে পদোন্নতি দিতে হবে। প্রভাষকদের পদোন্নতির শর্তপূরণ হলে যথাদ্রুত ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি দিতে হবে। দাবি ১১: শিক্ষাকে নন-ডেকেশন ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করতে হবে এবং অর্জিত ছুটি নিশ্চিত করতে হবে। দাবি ১২: অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের প্রাধিকারের ভিত্তিতে গাড়ি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। দাবি ১৩: বদলি নীতিমালা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। দাবি ১৪: ক্যাডারে পার্শ্ব প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। দাবি ১৫: ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে শিক্ষা ক্যাডারের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, যেহেতু আমাদের এই দাবিগুলোয় শিক্ষা ক্যাডারের অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে, বাংলাদেশের সকল জাতি-উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের নবীন শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে এবং জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে জাতিকে পথ দেখানো চাকরি প্রত্যাশী একদল মেধাবি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে তাই আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে আশা করছি, আমাদের সকল দাবি ২৯ তারিখের মধ্যে মেনে নেওয়ার জন্য। এর কোনো ব্যত্যয় হলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ১৬ হাজার কর্মকর্তাকে পেশাগত বৈষম্য হতে রক্ষার জন্য আমরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর তারিখে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবো।

সারচার্জে পিষ্ট দেশীয়

এয়ারলাইন্স ব্যবসা বিরাট ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এর ওপর মোটা অঙ্কের সারচার্জ আরও বেশি সংকট তৈরি করেছে। সাময়িকভাবে স্থগিত হওয়া দেশীয় এয়ারলাইন্সগুলো অতিরিক্ত সারচার্জের ভরে পিষ্ট হচ্ছে। ফলে তাদের পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্রায় ডজনখানেক কমার্শিয়াল, কার্গো ও প্রাইভেট প্লেন ভাড়া দেওয়া প্রতিষ্ঠান তাদের অপারেশন শুরু করেও একপর্যায়ে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের অধিকাংশেরই ছিল তারল্য সংকট। বাকিদের টেনে তুলতে তেমন কোনো উদ্যোগ ছিল না সরকার কিংবা বেবিচকের। জানা যায়, ২০০০ সালে অপারেশন শুরু করে এয়ার বাংলাদেশ। পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া এয়ার পারাবত, জিএমজি এয়ারলাইন্স, রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইন্স, বেস্ট এয়ার, মিড এশিয়া এয়ারলাইন্স, টিএইচটি এয়ার সার্ভিসেস, ভয়েজার এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ, জুম এয়ারলাইন্স, ইউনাইটেড এয়ার ও রিজেন্ট এয়ারওয়েজও কারও সহযোগিতা না পেয়ে টিকে থাকতে পারেনি। বকেয়ার চাপে পিষ্ট ইউনাইটেড-জিএমজি-রিজেন্ট ২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠার দশম বছরে আগাম ঘোষণা ছাড়াই ফ্লাইট অপারেশন বন্ধ করে দেয় ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ। বন্ধ হওয়ার সময় ইউনাইটেড বলেছিল, বহরে থাকা ১০টি উড়োজাহাজের সবকটির রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এ ছাড়া তাদের ওই সময় এত টাকাও ছিল না। দুই সপ্তাহ পর ফিরে আসার আশা ব্যক্ত করলেও আর ফিরতে পারেনি সংস্থাটি। বন্ধ হওয়ার সময় এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠানটির কাছে বেবিচকের পাওনা ছিল ৫৫ কোটি টাকা। তবে, বকেয়া সারচার্জ যুক্ত হয়ে পাওনা গিয়ে ঠেকে ৩৫৫ কোটি টাকায়। এয়ারলাইন্সটি চালু করতে ২০২৩ সালের শুরুর দিকে নতুন সাতজন স্বতন্ত্র পরিচালক বসায় বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এভিয়েশন ও ভ্রমণবিষয়ক সাময়িকী 'বাংলাদেশ মনিটর' সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলমকে পর্ষদের চেয়ারম্যান করা হয়। ফ্লাইট পরিচালনার জন্য ইউনাইটেড এয়ারওয়েজকে এয়ার অপারেটিং সার্টিফিকেট (এওসি) নবায়ন করতে হতো। তবে, বেবিচকের পাওনা ৩৫৫ কোটি টাকা না দিলে নবায়ন হতো না এওসি। ইউনাইটেডের পক্ষ থেকে ৩৫৫ কোটি টাকার মধ্যে মূল দেনা ৫৫ কোটি টাকা পরিশোধের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সারচার্জ মওকুফের সম্মতিও দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। ফলে সারচার্জের চাপায় চিরতরে ধ্বংস হয় ইউনাইটেডের ফেরার স্বপ্ন। এদিকে, ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা জিএমজি এয়ারলাইন্স ২০১২ সালে এসে বন্ধ হয়ে যায়। ফ্লাইট বন্ধের কারণ হিসেবে তারা 'জেট ফুয়েলের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নেওয়ার উদ্যোগ'-এর কথা জানায়। ২০১৩ সালের মধ্যে ফিরে আসার ঘোষণা দিয়েও আর ফিরতে পারেনি তারা। ফ্লাইট বন্ধের সময় জিএমজির কাছে বেবিচকের পাওনা ছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা। সময় মতো পরিশোধ না করায় তা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে। এ ছাড়া শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জিএমজির একটি উড়োজাহাজ এখনও পড়ে আছে। সেটির সারচার্জসহ বর্তমানে দেনার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০ কোটি টাকায়। অতিরিক্ত চার্জের কারণে জিএমজির অধিকাংশ শেয়ারের ক্রেতা বেক্সিমকো গ্রুপ এটি আর চালু করতে আগ্রহ দেখায়নি। অন্যদিকে, ২০২০ সালের মার্চে করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময় সব ধরনের ফ্লাইট স্থগিত করা রিজেন্ট এয়ারওয়েজের কাছে বেবিচকের পাওনা ছিল ২৮৩ কোটি টাকা। ২০২১ সালে আবারও ফ্লাইট পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছিল সংস্থাটি। সে সময় বেবিচকের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন রিজেন্টের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) আশিস রায় চৌধুরী। দেনার বিষয়ে তারা বেবিচকের সঙ্গে একটা সমঝোতা করতে চেয়েছিল। তবে, বেবিচক কোনোভাবেই মোটা অঙ্কের বিলে ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই আর ফিরতে পারেনি সংস্থাটি। অযৌক্তিক সারচার্জে বাংলাদেশে কোনো এয়ারলাইন্স টিকতে পারবে না বিশিষ্ট এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ এবং ইউনাইটেড এয়ারওয়েজের পরিচালনা পর্ষদের (পুনর্গঠিত) সাবেক চেয়ারম্যান ও বিমানের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সদস্য কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশের সারচার্জ অনেক বেশি। বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যত এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, এর বেশির ভাগই বন্ধ হয়ে গেছে। তারা কিছুদিন ফ্লাইট পরিচালনার পর সারচার্জের টাকা দিতে না পেরে সার্ভিস বন্ধ করে দেয়। 'বাংলাদেশের সারচার্জ নিঃসন্দেহে অনেক বেশি ও অকার্যকর। এ হারে সারচার্জ নির্ধারণ করলে বাংলাদেশে কোনো এয়ারলাইন্স টিকতে পারবে না। এয়ারলাইন্স শিল্পকে বিকশিত করার জন্য সারচার্জকে যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে আনতে হবে। ব্যাংক থেকে লোন নিলে বছরে ১৩ থেকে সর্বোচ্চ ১৪ শতাংশ সুদ দিতে হয়। অথচ বেবিচক অস্বাভাবিক হারে নিচ্ছে এবং এর পেছনে কোনো যুক্তি তারা দিতে পারছে না।' এ

৩০০ কোটি টাকার নিচে

শুরুতে সূচকের ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মেলে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ায় একপর্যায়ে ডিএসইর প্রধান সূচক ২৫ পয়েন্ট বেড়ে যায়। তবে প্রথম ৪০ মিনিটের লেনদেন শেষ হতেই বাজারের চিত্র বদলে যায়। দাম বাড়ার তালিকা থেকে একের পর এক প্রতিষ্ঠান দাম কমার তালিকায় চলে আসে। লেনদেনের শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের দাম কমার প্রবণতা অব্যাহত থাকে। ফলে একদিকে দাম কমার তালিকা বড় হয়, অন্যদিকে প্রধান মূল্যসূচক কমেই দিনের লেনদেন শেষ হয়। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে ১৫০টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ১৫৯টির এবং ৮৬টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ১ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ১৬৯ পয়েন্টে নেম গেছে। অপর দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক আগের দিনের তুলনায় ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৫৮ পয়েন্টে অবস্থান করছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় দশমিক ৯১ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯২৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। প্রধান মূল্যসূচক কমার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও কমেছে। বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ২৭৫ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৩০৩ কোটি ২৭ লাখ টাকা। সে হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন কমেছে ২৭ কোটি ৫১ লাখ টাকা। গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর এত কম লেনদেন আর হয়নি। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। হাসিনা সরকারের পতনের আগের দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয় ২০৭ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। এরপর আজ সব থেকে কম লেনদেন হলো। এই লেনদেনে সব থেকে বড় ভূমিকা রেখেছে ওরিয়ন ইনফিউশনের শেয়ার। টাকার অঙ্কে কোম্পানিটির ১৮ কোটি ৬৭ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রবি'র ৮ কোটি ৮৩ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ৮ কোটি ৬৬ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ওয়াইম্যাক্স ইলেকট্রোড। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, লাভেলো আইসক্রিম, জিপিএইচ ইস্পাত, খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স, আইসিবি এবং ইসলামী ব্যাংক। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৩৪ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ১৯৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৫টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৭৬টির এবং ৩৬টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ১৩৯ কোটি ২০ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১২৪ কোটি ২৬ লাখ টাকা।

আর্থিক লেনদেনের নথি

অফিসের নথি তলব করেছে। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) তাদের নামে পরিচালিত অফশোর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নথি ও দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ সরবরাহের জন্য বিএফআইইউর কাছে চিঠি দিয়েছে অনুসন্ধান টিম। জানা গেছে, শিগগির আরও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নথি তলব করে চিঠি পাঠানো হবে। এর আগে গত ১৮ ডিসেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যর একটি দল গঠন করেছে দুদক। শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, বোন শেখ রেহানা ও তার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে অনুসন্ধান দলের নেতৃত্ব দেবেন দুদকের উপপরিচালক মো. সালাহউদ্দিন। দলের অন্য সদস্যরা হলেন, উপপরিচালক মো. সাইদুজ্জামান, সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া, এস. এম. রাশেদুল হাসান ও এ কে এম মর্তুজা আলী সাগর। দুদকের এই দলটি আওয়ামী লীগ সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারের ৮ প্রকল্পে ২১ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করবে। পাশাপাশি অনুসন্ধান করবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে ৫৯ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির। এর আগে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের কথা মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) জানিয়েছিলেন দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন। গত ১৫ ডিসেম্বর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিকের মালয়েশিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (আরএনপিপি) থেকে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা) লোপাটের অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদকের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। এর আগে ৩ সেপ্টেম্বর এ অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ। রিটে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের দুর্নীতি অনুসন্ধানে দুদকের নিষ্ক্রিয়তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। দুদক চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের রিটের বিবাদী করা হয়।

দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টির পাশাপাশি বাড়তে

সেলসিয়াস বাড়তে পারে এবং অন্যত্র তা সামান্য বাড়তে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। হাফিজুর রহমান জানান, আগামীকাল বুধবারও উপকূলীয় জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও এখন পৌষ মাস শুরু হয়েছে। দুদিন পর থেকে শীত বাড়তে পারে।

চট্টগ্রামে বেড়েছে শিশুদের

বাংলানিউজকে বলেন, আবহাওয়ার পরিবর্তনে শিশুরা নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। শীতে নিউমোনিয়া রোগী বেশি পাওয়া যাচ্ছে। এ সময়ে শিশুদের সুরক্ষায় সতর্ক থাকতে হবে। সবগুলো টিকাদান নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে, চট্টগ্রামের সব উপজেলা সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকদের ঠান্ডাজনিত রোগের বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের পর্যাপ্ত মজুত রাখতে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ডাকাত চক্রের ৪ সক্রিয় সদস্যকে

ডিপোর সামনে পাকা রাস্তার ওপর কয়েকজন দুষ্কৃতকারী অস্ত্রসহ ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহণ করার উদ্দেশে জড়ো হয়েছে সংবাদ পাওয়া যায়। সেখানে অভিযান পরিচালনা করে ডিবির টিম। পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে পালানোর সময় মানিক সরদার, আবদুল জব্বার, তমাল হোসেন অভি ও মো. মিরাজ হোসেনকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় আরও ২-৩ জন দুষ্কৃতকারী দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ডিএমপির লালবাগ থানায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য সমন্ধে জানা যায়, গ্রেপ্তাররা সংঘবদ্ধ ডাকাত ও ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য। তারা ডাকাতির উদ্দেশে ওই স্থানে দেশীয় অস্ত্রসহ জড়ো হয়েছিল মর্মে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে ডিএমপির একাধিক থানায় ছিনতাই, ডাকাতি ও মাদক মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। পলাতক অন্যান্য দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পরিচয় মিললো গাজীপুরে বোতাম

হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়া ওই কারখানায় গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয় লোকজনসহ নিহত শাওনের স্বজনরা কারখানা গেটে অপেক্ষা করছেন। তবে তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাননি। কারখানার নিরাপত্তাপ্রহরীরা তাদেরকে বারবার গেট থেকে দূরে সরে দাঁড়ানোর কথা বললেও তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। গত সোমবার সকাল ১০টায় মেঘনা গ্রুপের ওই কারখানার সামনের চিত্র এটি। নিহতদের সঙ্গে সোহানসহ মোট ৯ জন রঙ করার কাজ করছিলেন। সোহান জানান, তাদের মধ্যে মজমুল হক, সোহাগ সরকার এবং শাওন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রেজিস্টার অনুযায়ী গুরুতর আহত শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটি এলাকার আজমত আলী আকন্দের ছেলে জাকির হোসেন (৪০), একই এলাকার আব্দুল গফুরের ছেলে রনি (৩০), আব্দুল জব্বারের ছেলে নাজমুল (২৫), আব্দুর রশীদের ছেলে খোকন মিয়া (৩৫), মকবুল শেখের ছেলে লুৎফর (৪২) এবং সে (সোহান) নিজে। তাদের রোববার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। কারখানার ভেতরে গিয়ে দেখা যায় গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুপার (ক্রাইম) আমিনুল ইসলামসহ শ্রীপুর থানার ওসি এবং টঙ্গী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম পুড়ে যাওয়া কারখানা পরিদর্শন করেছেন। স্থানীয় সাংবাদিকরা কারখানার নিরাপত্তাপ্রহরীর কাছে সেখানে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাদের সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কারখানার ভেতরে প্রবেশের সুযোগ দেয় কর্তৃপক্ষ। কারখানার পুড়ে যাওয়া উৎপাদন ফ্লোরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রহরী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এ কারখানায় ১৪ জন স্টাফসহ ২৪৭ জন মেশিন অপারেটর রয়েছেন। অগ্নিকাণ্ডে বোতাম তৈরির ৫০টি টানিং মেশিন এবং ৩০টি পুলিশ (বাটন ফিনিশিং) মেশিন পুড়ে গেছে। অগ্নি দুর্ঘটনার সময় লাঞ্চের বিরতি থাকায় তেমন বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। টঙ্গী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম বলেন, সকাল থেকেই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা পরিদর্শন করেছি। দক্ষিণ পাশের টিনশেডের ওয়েস্টেজ কেমিক্যাল গুদামঘর থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। সেখানে কোনও বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ দেখতে পাইনি। তবে কেন এবং কীভাবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হলো তা বুঝতে পারছি না। ধারণা করছি, যারা রঙের কাজ করছিল তারা ধূমপান অথবা রঙ গলানোর জন্য আগুনের সহযোগিতা নিয়েছিল কিনা তা জানতে হবে। অগ্নিকাণ্ডে কারখানার বৈদ্যুতিক লাইন পুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা অচল থাকায় আমার আগুন লাগার সূত্রপাত নিশ্চিত হতে পারছি না। শ্রীপুর পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, ২০১৫ সালে কারখানাটি স্থাপিত হয়। আমরা কারখানার ফাইল খুঁজতেছি। ফাইল পওয়া গেলে পরিবেশের ছাড়পত্র, অবস্থানগত ছাড়পত্র এবং নকশা অনুমোদনের অনুমতি আছে কিনা বলতে পারবো। তবে কারখানার অভ্যন্তরে দক্ষিণ পাশের টিনশেড ঘরে কেমিক্যাল ড্রাম রাখার অনুমোদন আছে কিনা যাচাই করে দেখতে হবে। ধারণা করা হচ্ছে, টিনশেডটি কারখানা কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি নির্মাণ করেছে এবং সেটা পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া। শ্রীপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ব্যারিস্টার সজীব আহমেদ বলেন, আমরা বাহ্যিকভাবে কোনও তদন্ত কমিটি গঠন করি নাই। প্রাথমিকভাবে পৌরসভা, ফায়ার সার্ভিস, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অভ্যন্তরীণভাবে তদন্ত করছে। তবে এটাকে তদন্ত কমিটি বলা যাবে না। মানবিক দিক চিন্তা করে আমরা নিহতদের দাফন-কাফনের বিষয়ে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করবো। গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক (ডিডি) মামুন বলেন, কেমিক্যালের ড্রাম বিস্ফোরিত হওয়ায় আশপাশের পুরো এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। উৎপাদন ফ্লোরের পাশেই স্টোর কক্ষে ১২০টির মতো কেমিক্যালের ড্রাম ছিল। আমাদের ফায়ার ফাইটার এবং স্থানীয়দের সহায়তায় ওই ড্রামগুলো বাইরে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে পেরেছি। তা না হলে আগুন আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করতো। প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হতে পেরেছি, ওয়েস্ট কেমিক্যালের গুদাম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। পরে মুহূর্তেই আগুন পশ্চিম পাশের ডাস্ট গুদামে ছড়িয়ে যায়। তদন্তের পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুপার (ক্রাইম) আমিনুল ইসলাম বলেন, এম অ্যান্ড ইউ ট্রিমস (বোতাম) তৈরির কারখানায় কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা এখনও কেউ বলতে পারেনি। এ ঘটনায় যারা আহত হয়েছেন এবং সুস্থ আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বললে হয়তো প্রকৃত ঘটনাটা জানা যাবে। পুলিশ কাজ করছে। এখনও পর্যন্ত কারও পক্ষ থেকে অভিযোগ দেয়নি। আমরা অপেক্ষা করছি আহতদের পক্ষ থেকে কেউ মামলা করে কিনা। যদি তারা মামলা না করে তাহলে পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতোমধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে একজন অফিসারকে দায়িত্ব দিয়েছি, তিনি তদন্ত করছেন। প্রসঙ্গত, রোববার দুপুরে শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটি (মোল্লাপাড়া) এলাকায় মেঘনা গ্রুপের এম এন্ড ইউ ট্রিমস (বোতাম) তৈরির কারখানা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে তিন রঙমিস্ত্রি দগ্ধ হয়ে মারা যান।

বড়দিনে রাজধানীতে কোনো নিরাপত্তা

পরিবেশে বড়দিন উদযাপন হবে। বড়দিন উপলক্ষে নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে এমন কোন তথ্য নেই। আমরা অত্যন্ত সতর্ক রয়েছি। প্রতিবারের ন্যায় এবারও বড়দিন নির্বিঘ্নে ও আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপিত হবে। এর আগে, সেন্ট মেরী'স ক্যাথেড্রাল চার্চে ডিএমপির সিটিটিসির সোয়াট, বোম্ব ডিসপোজাল টিম ও কে-নাইন টিম উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেওয়া হবে তার একটি মহড়া প্রদর্শন করে। এসময় ডিএমপির বিভিন্ন পদমর্যাদার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সেন্ট মেরী'স ক্যাথেড্রাল চার্চের ফাদার এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পেনশন পুনঃস্থাপনের বয়সসীমা

পরিবার পেনশনপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। ফলে, যৌক্তিক কারণেই পেনশন পুনঃস্থাপনের সময়সীমা ১৫ বছর থেকে কমিয়ে ১০ বছর করা হলে উপকারভোগীর সংখ্যা অনেকটা বাড়বে এবং তারা জীবনের শেষ কিছুদিন আর্থিক নিরাপত্তা ভোগ করার সুযোগ পাবেন। তিনি আরও বলেন, অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের হিসাব অনুসারে শতভাগ পেনশন সমর্পণ না করে কেউ মাসিক পেনশন ভোগ করলে সমর্পিত পেনশনের আসল টাকা ছয় বছর সাত মাস এবং সুদসহ আসল আট বছর ১১ মাসে সমন্বিত হয়ে যায়। নজরুল ইসলাম বলেন, সঞ্চয়পত্র ও এফডিআরের মুনাফার হার ক্রমাগত হ্রাস, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমরা পেনশনাররা আর্থিকভাবে সংকটাপন্ন। বিশেষত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তারাই পেনশনভোগীদের শতকরা ৮০ ভাগ। তারাই বেশি বিপন্ন, এবং তারা দিন দিন দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছেন এবং মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন। চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পেনশনাররা সবাই প্রবীন। রোগশোক তাদের নিত্য সহচর। দ্রুত জরা ও বার্ধক্য তাদের গ্রাস করে। প্রবীণ পেনশনার, যাদের বয়স ৬৫ বছরের বেশি, তারা দ্রুতই বিভিন্ন জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী অনিরাময়যোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। তাই চিকিৎসাভাতা বাড়ানো খুবই জরুরি। তাদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, শতভাগ সমর্পিত পেনশন পুনঃস্থাপনের বয়সসীমা ১৫ বছর থেকে পাঁচ বছর কমিয়ে ১০ বছর করতে হবে; নতুন ও পুরাতন স্কেলের পেনশনারদের পেনশন বৈষম্য দূরীকরণে এক পদ এক পেনশন চালু করতে হবে; কর্মরত গণকর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতাসহ পেনশনারদের চিকিৎসাভাতা বাড়াতে হবে। এ সময় সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কল্যাণ সমিতির মহাসচিব আবু আলম খান, সহ-সভাপতি কৃষিবিদ শহিদুল ইসলাম, শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মো. ইনতাজ আলী প্রমুখ।

ছাত্রদলের ঢাকা মহানগরের ৪ শাখার

হাসান মিম। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা ছাত্রদল: সভাপতি: শামীম মাহমুদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি: মাহমুদ উল্লাহ মাহমুদ, সহ-সভাপতি: ইব্রাহিম সরকার, রুবেল আহমেদ রানা, সাধারণ সম্পাদক: আব্দুর রহিম ভূঁইয়া, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: রফিকুল ইসলাম রফিক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: মাসুদ রানা, এইচ এম মাসুম বিল্লাহ, রেদোয়ান হিমেল সাংগঠনিক সম্পাদক: গোলাম রাব্বানী রবিন।

ঢাকা মহানগর পশ্চিম শাখা ছাত্রদল: সভাপতি: মো. রবিন খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি: গোলাম মাওলা গোলাপ, সহ-সভাপতি: মো. কাউছার খাঁন, সারোয়ার আলম পিয়াস, সাধারণ সম্পাদক: আকরাম আহমেদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: মো. রফিকুল ইসলাম জিন্নাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: শাহরিয়ার মাহমুদ রাফি, জাকারিয়া খান সিজার সাংগঠনিক সম্পাদক: ইকবাল হোসেন সোহেল।

ঢাকা মহানগর পূর্ব শাখা ছাত্রদল: সভাপতি: মো. সোহাগ ভূঁইয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি: আব্দুল্লাহ জামাল চৌধুরী আদিত্য, সহ-সভাপতি: আরমান হোসেন বাপ্পী, মো. আক্তার হোসেন, বায়োজিদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক: মো. আব্দুল হান্নান মজুমদার, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: ওবায়দুল ইসলাম সৈকত, আব্দুর রহিম রাজীব, রাশিদ উল ইসলাম তানজীম, আবু সুফিয়ান সরকার সাংগঠনিক সম্পাদক: আজিম উদ্দিন আবিদ। আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে আংশিক কমিটি পূর্ণাঙ্গ করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনাকে ফেরত আনতে

বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে। রাষ্ট্র রাষ্ট্রের কাজ করেছে। তাকে ফেরত পাওয়ার জন্য কূটনৈতিক চ্যানেলে চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকার যদি তাকে ফেরত আনতে পারে তাহলে বিচারটা আরও ভালোভাবে করা সম্ভব হবে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ভুক্ত শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে ভারতের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে বাংলাদেশ।

সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের

পক্ষ থেকে তাকে গার্ড অব অনার প্রধান করা হয়। এ সময় জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের রংপুর বিভাগীয় পরিচালক আবু জাফর, উপদেষ্টার একান্ত সচিব আবুল হাসান, পুলিশ সুপার নাজমুল হাসান, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোকলেছুর রহমানসহ বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পদ্মা ব্যাংককে একীভূত করছে না

নীতিমালাও জারি করা হয়। দুই ব্যাংকের পর্ষদ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে একীভূতকরণের প্রক্রিয়া শুরুর লক্ষ্যে গত ১৮ মার্চ এক্সিম সমঝোতা স্মারক সই হয়। ব্যাংক দুটির তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নরসহ অন্য কর্মকর্তা ও ব্যাংক দুটির চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে চুক্তিতে সই করেন। গত ৩১ জানুয়ারি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে এক বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে দুর্বল ব্যাংক একীভূত হওয়ার বিষয়ে ভালো ও দুর্বল ব্যাংকের এমডিদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরুরও পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর ৪ মার্চ তৎকালীন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, চলতি বছরের মধ্যে ৭ থেকে ১০টি দুর্বল ব্যাংককে সবল বা ভালো ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা হতে পারে। দুর্বল ব্যাংকগুলো নিজেদের ইচ্ছায় একীভূত না হলে আগামী বছর থেকে তাদের চাপ দিয়ে একীভূত করা হবে বলে জানানো হয়। এরপর কয়েকটি ব্যাংকের একীভূতকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় নিজেদের মধ্যে।

ফ্যাসিবাদের পতনই সবচেয়ে

তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।' দলটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সেলিমুজ্জামান সেলিম বলেন, বিগত দেড় দশক জাতির ওপর যে দুঃশাসন চেপে বসেছিল সেই দুঃশাসন থেকে জাতিকে মুক্ত করতে পারাটাই এ বছরে বিএনপির সবচেয়ে বড় অর্জন।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, চলতি বছরে বিএনপি গণঅভ্যুত্থানের অংশীদার হয়েছে। গণঅভ্যুত্থান সফল করতে দলটি নেপথ্যে থেকে কাজ করেছে এবং চূড়ান্ত পর্বে দলের নেতাকর্মীরা রাজপথে জীবন দিয়েছে। এর মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। এটিই তো বড় অর্জন। দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, বিএনপির নেতৃত্বে জুলাই-আগস্টের চূড়ান্ত বিজয়ের দুই বছর আগে বিএনপি রাষ্ট্র সংস্কারের কর্মসূচি দিয়েছিল। এখন সারাদেশ, সারা বিশ্ব সেদিকে ঝুঁকে পড়েছে, সেটির প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। 'এই যে ইকোনমিস্ট (ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট) বাংলাদেশকে বর্ষসেরা দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, এটির সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বিএনপি নেতাকর্মীদের। যারা দীর্ঘ সময় ধরে অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে দেশের এই ইমেজটাকে তুলে ধরেছে। অর্জনটা হচ্ছে সেখানে যেখানে বিএনপি ও যুব-ছাত্র-জনতার ঐক্য শিখিয়েছে যারা মরতে জানে তাদের মারা যায় না এবং সেই মৃত্যুকে জয় করাই হচ্ছে বিএনপির বড় অর্জন।' বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, ২০২৪ সালের অর্জন বলতে আমি মনে করি বিএনপি এবং বিএনপি নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা বেড়েছে। সরকারের পতন নিশ্চিত হওয়া সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

দলের আরেক ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, অর্জন অনেক রয়েছে। কারণ, সরকার পতনে বিএনপির বড় ভূমিকা রয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বিএনপি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। দেশ গঠনে এখন যত রকমের সহায়তা দরকার বিএনপি সেটা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে দিয়ে যাচ্ছে। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, অর্জন তো অনেক। পুরো বাংলাদেশের যে অর্জন, আমি তো বলবো এই অর্জনে বিএনপি অগ্রসেনানী। বিএনপি গত ১৭ বছর যে আন্দোলন করেছে, নেতাকর্মীরা যেভাবে হামলা-মামলা ও হয়রানির হয়েছেন, যেভাবে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছেন, নির্যাতন-নিপীড়ন স্বীকার করেছেন এবং গুম-খুন হয়েছেন, তা এ কথায় অভূতপূর্ব। তিনি বলেন, বিগত বছরগুলোতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় জেলে পুড়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে পর্যন্ত মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। বিএনপিকে ভাঙার সব রকম চেষ্টা হয়েছে। এতকিছুর মধ্যেও আমরা সংগ্রাম জারি রেখেছি। আজকে বাংলাদেশের যে অর্জন এর পেছনে বড় ভূমিকা দেশের জনগণের এবং একই সঙ্গে বিএনপির। দেশের জনগণ বিএনপির ওপর আস্থা রাখে বলেই এটি সম্ভব হয়েছে। 'হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই স্বীকার করি ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে। যাদের বুকের রক্ত সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। আমরা তাদের অবশ্যই অভিনন্দন জানাই। কিন্তু পুরো প্রেক্ষাপটটা কিন্তু একদিনে বা অল্প কিছু দিনে হয়ে যায়নি। বছরের পর বছর জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে ধাপে ধাপে দেশকে এই অর্জনের পথে এগিয়ে নিতে হয়েছে। যেখানে মূল ভূমিকায় ছিল বিএনপি'- যোগ করেন সেলিমা রহমান।

বিডিআর হত্যা তদন্ত কমিশনে যারা

বিদ্রোহের নামে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ও প্রকৃত ঘটনার স্বরূপ উদঘাটন, ঘটনায় হওয়া দুটি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও, ঘটনার ষড়যন্ত্রকারী, ঘটনার সহযোগী, ঘটনার আলামত ধ্বংসকারী, ঘটনা সংঘটনকারী এবং ঘটনা সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয় ও অপরাধীদের চিহ্নিত করতে এ জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করেছে। কমিশনকে ২০০

সম্পাদকীয়

নিবন্ধনে সাড়া কম
হজের প্যাকেজমূল্য সহনীয় করুন

২০২৫ সালের হজ নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল গত ১৯ ডিসেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত। এ সময় পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধন করেছেন ৬৬ হাজার ৭৭২ জন হজযাত্রী। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৭৬১ জন আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৬২ হাজার ১১ জন। অথচ সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আগামী বছর ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জনের হজে যাওয়ার কথা। এই হিসাবে এখনো কোটার ৬০ হাজার ৪২৬ জনের আসন খালি রয়েছে। ফলশ্রুতিতে হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিবন্ধনের সময় সাত দিন বাড়িয়েছে সরকার। ফলে আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিবন্ধন করতে পারবেন। ১৭ ডিসেম্বর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ-১ শাখা থেকে হজযাত্রী নিবন্ধনের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, হজ এজেন্সি, হজ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজযাত্রীদের নিবন্ধনের সময় আগামী ১৯ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। মূলত হজ প্যাকেজের উচ্চমূল্যের প্রভাব পড়েছে নিবন্ধনে। উল্লেখ্য, চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ৫ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এ নিবন্ধন কার্যক্রমে হজে যেতে আগ্রহীদের জন্য টানা সাড়ে ৩ মাস সময় ছিল নিবন্ধন করার। হজযাত্রীদের মাঝে যে তা সাড়া ফেলতে পারেনি, নিবন্ধনের সংখ্যাই তা বলে দিচ্ছে। হজে যাওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এ অনীহার চিত্র অবশ্য নতুন নয়, গত বছরও লক্ষ করা গেছে একই প্রবণতা। এর কারণও রয়েছে। প্রধান কারণ হলো উচ্চ প্যাকেজমূল্য। এছাড়া অভিযোগ আছে, হজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের কাছে লাখ লাখ হজযাত্রী একরকম জিম্মি। হজ নিয়ে বাণিজ্য করার জন্য গড়ে উঠেছে হজকেন্দ্রিক মার্কেটিং অফিসার, কমিশন বাণিজ্য, এজেন্সির সিন্ডিকেট ও হজযাত্রী পরিবহণ সিন্ডিকেট। সৌদি আরবে বাসা ভাড়াকেন্দ্রিক প্রতারণা, কখনো কখনো হজযাত্রীদের জমা দেওয়া টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়াসহ নানা অবৈধ বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে হজ এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হজসংশ্লিষ্টদের কার্যক্রমে সরকারের নজরদারি ও হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করি আমরা। আশার কথা, সরকার অনিয়ম বন্ধ এবং সিন্ডিকেটমুক্ত করে হজ প্যাকেজের মূল্য কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের তুলনায় দেশে হজ প্যাকেজের মূল্য এখনো বেশি। দেশের সাধারণ মানুষের সামর্থ্য ও বাস্তবতা বিবেচনা করে হজ প্যাকেজের মূল্য আরও কমানো দরকার। মনে রাখতে হবে, হজ কোনো বাণিজ্যিক পণ্য বা সেবা নয়, হজ হলো মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত। অথচ আকাশচুম্বী প্যাকেজ মূল্যের কারণে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে হজ। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। হজ প্যাকেজের মূল্য কমিয়ে সহনীয় করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

১৭ ডিসেম্বর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ-১ শাখা থেকে হজযাত্রী নিবন্ধনের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, হজ এজেন্সি, হজ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের

পানি দূষণ রোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে

আমরা উন্নয়নশীল দেশের মানুষ পানিকে সেভাবে গুরুত্বসহকারে নেই না। অথচ সুপেয় পানির অভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেই কমছে বিশুদ্ধ পানির উৎস। মানবজীবনে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদান হলেও আমাদের দেশে সুপেয় পানি প্রাপ্তি একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ পানির মজুত দিন দিন কমে যাচ্ছে, যা আমাদের দেশসহ বিশ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। সত্তরের দশকের আগে দেশের মানুষের কাছে সুপেয় পানির প্রধান উৎস ছিল ভূপৃষ্ঠ বা পুকুর, নদী-খাল, বৃষ্টি আর জমিয়ে রাখা পানি। সত্তরের দশকের শুরুতে কৃষিকাজের জন্য দেশে প্রথম ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার শুরু হয়। আশির দশকে তা ব্যাপকতা পায়। সেই যে শুরু এরপর আর থামানো যায়নি। গত চার দশকে দেশে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বেড়েছে মারাত্মকভাবে। খাবার পানি, রান্না, গোসল, সেচ, শিল্পপণ্য উৎপাদন, এমনকি দৈনন্দিন কাজেও ভূগর্ভস্থ পানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে মানুষ। যদিও নিরাপদ নয় ভূগর্ভস্থ পানিও। ভারী ধাতুর অস্তিত্ব মিলেছে দেশের অন্তত আট জেলার ভূগর্ভস্থ পানিতে। পানিতে মিশে থাকা এসব ধাতু মানবশরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ব্যাপক পানিদূষণের কারণে ভূ-উপরিস্থ পানির অবস্থা শোচনীয়। ফলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর ব্যাপক চাপ পড়ছে। তাই এখনই আমাদের উচিত ভূগর্ভস্থ পানি রক্ষা করার জন্য ব্যাপক পানিদূষণ বন্ধ করা। ভূগর্ভস্থ খাবার পানির সঙ্গে নলকূপে উঠে আসছে ক্ষতিকর ভারী ধাতু ও দূষিত পদার্থ, যা পান করায় মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত অগভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা হয়। অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে এখন বছরের একটা সময়ে, বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে পানি পাওয়া যায় না। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের দূষক পদার্থ চুঁইয়ে মাটির নিচে চলে গিয়ে পানিতে মিশছে। তা নলকূপের মাধ্যমে উঠে আসে। সে পানি মানব শরীরে প্রবেশ করে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস করে। ফলে নতুন রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কয়েক দশক ধরে কৃষি উৎপাদনে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বৃষ্টির পানিতে এসব মিশে দূষিত করছে নদী, নালা, খাল, বিল, সমুদ্রের পানি; এমনকি ভূগর্ভস্থ পানিও। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার দূষণের অন্যতম কারণ। মাটির বিশেষ যে স্তরে আর্সনোপাইরাইট পদার্থ আছে; ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলনে তা পানিতে মিশে যাচ্ছে। প্রতিদিন কৃষিকাজ থেকে শুরু করে নিত্য ব্যবহারে যে কোটি কোটি লিটার পানি উত্তোলন করা হচ্ছে, ফলে ভূগর্ভে সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে ভারী ধাতু মিশে দূষণ ঘটাচ্ছে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মনে রাখতে হবে আমাদের জীবনধারণের জন্য এটি একটি অত্যাবশকীয় উপাদান। সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে সুপেয় পানির কোনো বিকল্প নেই তাই পানির সঠিক ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরি। সারা বছর এ বিষয় নিয়ে আমাদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এর পাশাপাশি অন্ততপক্ষে বিশ্ব পানি দিবসে পানি দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। পানির এ দূষণ রোধ করতে না পারলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা একটি অনিরাপদ পৃথিবী রেখে যেতে হবে।

সত্তরের দশকের শুরুতে কৃষিকাজের জন্য দেশে প্রথম ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার শুরু হয়। আশির দশকে তা ব্যাপকতা পায়। সেই যে শুরু এরপর আর থামানো যায়নি। গত চার দশকে দেশে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বেড়েছে মারাত্মকভাবে। খাবার পানি, রান্না, গোসল, সেচ, শিল্পপণ্য উৎপাদন, এমনকি দৈনন্দিন কাজেও ভূগর্ভস্থ পানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে মানুষ। যদিও নিরাপদ নয় ভূগর্ভস্থ পানিও। ভারী ধাতুর অস্তিত্ব মিলেছে দেশের অন্তত আট জেলার ভূগর্ভস্থ পানিতে। পানিতে মিশে থাকা এসব ধাতু মানবশরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর

খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ

ড. মো: মিজানুর রহমান

কৃষিকাজ প্রাথমিকভাবে পারিবারিক উদ্যোগ হলেও বর্তমানে পারিবারিক খামারের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাণিজ্যিক ফার্মিংয়ের দিকে এগিয়েছে। বড় আকারের এবং আধুনিক কৃষিকার্যক্রম উন্নত যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করা সম্ভবত কৃষির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত বিশ্ব যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খামারে প্রায় ০২ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ করে, তবে প্রতিটি কৃষক ৪০ জনেরও বেশি লোকের জন্য যথেষ্ট উৎপাদন করে। বিপরীতে, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলোতে একজন সাধারণ কৃষক মাত্র চারজনের জন্য যথেষ্ট উৎপাদন করতে পারে। ফলে খাদ্য উৎপাদন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নিয়েই আজকের আলোচনা। **কৃষির আধুনিকায়ন,** কৃষিতে 'সবুজ বিপ্লব' থেকে 'জিন বিপ্লব' শুরু হওয়ায় বিশ্বব্যাপী কৃষির উৎপাদনশীলতার জন্য বিজ্ঞানীরা আরো জোরালো, উচ্চ ফলনশীল শস্য জন্মানোর উপায় খুঁজে পেয়েছেন। এ ছাড়াও দরিদ্র দেশগুলোর কৃষকদের কাছে এই উন্নত শস্যের জাত এবং অন্যান্য প্রযুক্তি, যেমন সঠিক সার ব্যবহার নিয়ে আসার আন্তর্জাতিক কর্মসূচি এবং ভিত্তিগুলো এগিয়েছে। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে, গমের ফলন ২০০ শতাংশ, ভুট্টা ১৫০ শতাংশ এবং চালের ফলন ১০০ শতাংশ বেড়েছে। প্রজনন কৌশল সবুজ বিপ্লবকে উৎসাহিত করে। ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির আলোকে, জৈবপ্রযুক্তি বিশ্বকে খাওয়ানোর অন্যতম উপায় হয়ে উঠছে; খাবার আরো পুষ্টিকর করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে অনাবাদি জমিতে ফসল রোপণ করা হয়। নিবিড় ক্রপিং প্রবণতার মাধ্যমে যেকোনো জায়গায় আরো গাছপালা বৃদ্ধি করা যায়। একই সাথে উন্নত শস্যের জাত এবং আরো দক্ষ সার ও সেচ পদ্ধতি কৃষকদের এটি অর্জনে সহায়তা করছে। কীটনাশকের ব্যবহার উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগ এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা করে। কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যূনতম পরিমাণে রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা একটি কাঙ্ক্ষিত নিয়ন্ত্রণ কৌশল। আগাছা মারার জন্য রাসায়নিকের ব্যবহার অনেক শ্রম বাঁচিয়েছে। ফসলের ফলন বাড়িয়েছে। রাসায়নিকের ব্যবহার ছাড়া প্রাকৃতিক উপাদানে উদ্ভিদের রোগবালাই দূর করা হচ্ছে। সার, চুন ও কীটনাশকের উন্নতি ১৯৪০ সাল থেকে খামারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রক্রিয়াজাতকরণের অবশিষ্টাংশ জৈবসার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গত অর্ধশতাব্দীতে কৃষকরা মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হয়ে উঠেছে। জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কৃষি গবেষণা বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। এ প্রযুক্তির ফলে শুষ্ক জমিতে বা লবণের জলাভূমিতে ফসল জন্মানো সম্ভব হবে। **বাংলাদেশের কৃষি ও শস্য,** বাংলাদেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। দেশের কর্মসংস্থানের ৪০ শতাংশের বেশি কৃষি খাতে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর জনসংখ্যা ১৮ কোটি হলেও খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি। কৃষি এখন অনেকের আয়েরও উৎস। কৃষির এই উন্নয়নের জন্য কৃষক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণও গুরুত্বপূর্ণ; সরকারেরও সহযোগিতা রয়েছে। কৃষির অগ্রগতির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইফপ্রি) ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন মতে, বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ভালো। এফএওর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ অনুযায়ী, গত ৫০ বছরে দেশের প্রধান শস্য উৎপাদন চার থেকে পাঁচগুণ বেড়েছে। বর্তমানে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয়। ভুট্টা ও গমে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। নিবিড় সবজি চাষে এক কোটি ৬০ লাখ টন সবজি উৎপাদন করেছে, যা বিশ্বে তৃতীয়। এক কথায়, কৃষি খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আধুনিক ও বিরূপতা সহনশীল জাতের উদ্ভাবন, সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি আবিষ্কার, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকার সম্প্রসারণ, সমন্বিত পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। নিউক্লিয়ার ও জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে লবণাক্ত সহনশীল ও স্বল্প ব্যাপ্তির শস্য জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বন্যাপ্রবণ এলাকায় জমি চার ফসলি জমিতে রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ফসলের নিবিড়তা ২১৬ শতাংশ, যা ২০০৬ সালে ছিল মাত্র ১৬০ শতাংশ। ফলে চাষের অধীন জমি অনেক বেড়েছে। **শস্য খাতের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়,** শস্য খাতের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো প্রতি বছর দেশের প্রায় ১ শতাংশ হারে আবাদযোগ্য জমি কমে যাচ্ছে। বছরব্যাপী ফসল ফলানো, অত্যধিক রাসায়নিক সার প্রয়োগ, জৈবসার প্রয়োগ যথার্থ না হওয়ায় মাটির স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে ফলন কমে যাচ্ছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও হাউজিংয়ের জন্য প্রতি বছর প্রায় শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ হারে আবাদি জমি হ্রাস পাচ্ছে, প্রচুর ভালো মানের উর্বর তিনফসলি জমি হারিয়েছে দেশ। অন্য দিকে প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে ১ দশমিক ৪৭ শতাংশ হারে প্রায় ২৩ লাখ। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা প্রতিকূলতা কৃষির জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের কৃষক ও তাদের পরিবার বিদেশে চলে যাওয়ায় প্রায় ৬ শতাংশ কৃষিজমি অনাবাদি হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া যারা বিদেশে অভিবাসী হয়েছেন, তাদের পরিবারের ২.৩ শতাংশ জমি অনাবাদি রয়েছে, যা মোট কৃষিজমির ১২.৪৬ শতাংশের সমপরিমাণ। বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট আয়তন এক কোটি ৪৯ লাখ ২১ হাজার হেক্টর এবং আবাদযোগ্য জমি ৮৮ লাখ ১৭ হাজার ৯৩৫ হেক্টর, যা মোট জমির প্রায় ৫৯ শতাংশ। আগে যেসব জমিতে তিনবার ফসল হতো, সেগুলোতে এখন বছরে দু'টি ফসল ফলছে। এর ফলে ১২ শতাংশ জমিতে ফসলের পরিমাণ কমেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৫ সালে এক কেজি চাল বিক্রি করে কৃষকরা লাভ করতেন ১৬ টাকা ৫২ পয়সা যা ২০১৮ সালে ১৭ টাকা ৪৮ পয়সা হয়। তবে গড় লাভ ১ দশমিক ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন খরচ ৩.৪৫ শতাংশ বেড়েছে। এর ফলে কৃষকরা তাদের বিনিয়োগে কম রিটার্ন পাচ্ছেন, কারণ উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়লেও খরচ দ্রুত বেড়ে গেছে, যা তাদের লাভ কমিয়ে একটি অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

আন্তর্জাতিক কৃষির আধুনিকায়ন অনুসারে বাংলাদেশের কৃষি খাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের অনেক উন্নতি হলেও এখনো আধুনিক বিশ্বের তুলনায় যথেষ্ট নয়। জমির ব্যবস্থাপনা, সেচ ও পানি প্রয়োগ, কীটনাশক ও বালাইনাশক প্রয়োগে আরো আধুনিক, অপচয়রোধ এবং খরচসাশ্রয়ী হতে হবে। এগুলো প্রয়োগে পরিবেশের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কৃষি খাতে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ও প্রাপ্য মর্যাদা না থাকা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি আবাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্রামের অনেক মানুষ উৎপাদনবিমুখ হচ্ছে। ফলে দেশের প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। কৃষিতে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা এখন কমে ৪০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। ফলে কৃষি মজুরের সঙ্কট যেমন বেড়েছে, তেমনি মজুরিও অনেক বেড়েছে। কৃষিপ্রযুক্তি প্রসারের জন্য ই-কৃষির সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। প্রত্যন্ত অঞ্চলের যেসব মানুষ ই-কৃষির ধারণার মোটেও রাখে না সেসব সুবিধাবঞ্চিত কৃষককে কৃষি সম্প্রসারণকর্মীদের মাঠে গিয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে হয়। এ জন্য এ কর্মীদের প্রশিক্ষণ এখনো যথেষ্ট নয়। বিশ্বের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের তলদেশের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে ফলে অনেক দেশের স্থলভাগ ডুবে যাচ্ছে, জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে; ব্যাপকভাবে ঝড়বাদল হচ্ছে, ঋতুকাল পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ফলে ফসলের সাইকেলের পরিবর্তন হচ্ছে।

ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে খাপখাইয়ে কৃষির প্রযুক্তির পরিবর্তন আনতে হবে। কৃষিকাজ ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এবং খরচের তুলনায় লাভজনক না হওয়ায় কৃষক কৃষি ছেড়ে সেবা সেক্টরের দিকে ঝুঁকছে। এসব কৃষককে কৃষিকাজে ধরে রাখতে হলে ব্যাপকভাবে ইনপুট সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও সাবসিডি দিতে হবে। উপসংহারে বলতে হয়, বর্তমানে কৃষি খাতে উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ।

বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নে দেশের অবস্থান সবার ওপরে। আধুনিক বিশ্বের মতো আমাদের কৃষিরও আধুনিকায়ন করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও অধিক বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রতিটি উপজেলায় ফসল সংরক্ষণাগার গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় কৃষিনীতি, জাতীয় বীজনীতি, জাতীয় খাদ্যনীতি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যের (এসডিজি) সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পশ্চাৎপদ নৃগোষ্ঠীর জন্য পাহাড়ি অঞ্চলে ফলের বাগান ও সবজি আবাদের বিস্তার এবং অনুন্নত চর ও হাওর অঞ্চলে সমন্বিত কৃষিসহ বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। কৃষির বহুমুখীকরণের পাশাপাশি কৃষিজাত শিল্পকারখানা এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। **লেখক : ড. মো: মিজানুর রহমান; অর্থনীতিবিদ**

শ্রমবাজারে শিশুশ্রমিক : প্রতিরোধে করণীয় কী?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'শিশুশ্রমিক' শব্দটি আমরা মনে নিতে না পারলেও মেনে নিতে বাধ্য হই। 'শিশু'র সাথে 'শ্রমিক' শব্দটি যায় না। কিন্তু এরপরেও আমাদের বাসাবাড়ি, কারখানা, গ্যারেজ, হোটেল, নির্মাণ কাজ ও গণপরিবহণসহ অন্য সব জায়গায় অসংখ্য শিশু কাজ করছে। এরা যেখানে কাজ করে, সেখানে কাজের পরিবেশ খুব নিম্নমানের। অপ্রিয় হলেও সত্য যে নানা ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করা হয় শিশু শ্রমিককে। শিশু শ্রমিকের মজুরিও অন্যান্য শ্রমিকের তুলনায় চারভাগের একভাগ। শিশুকে সহজেই নানাধরনের নিপীড়ন করা যায় বলে, শ্রমবাজারে তাদের চাহিদা বেশি। আমরা প্রতিবছর শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকল্পে শিশুশ্রম বন্ধে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে এক হয়ে কাজ করতে বলি। শিশু শ্রমিকের উপর নিপীড়ন বন্ধে প্রতিবছর 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়। নানা রকমের আলোচনা হলেও তেমন কোনো উদ্যোগই কার্যকর হয় না। আর কর্মজীবী শিশুরা অমানবিক পরিবেশেই কাজ করে, বেঁচে থাকে। জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ-২০২২ অনুযায়ী ১০ বছরে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৭৭ হাজার। তবে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের সংখ্যা কমেছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশ শিশুশ্রম নিরসনের বৈশ্বিক লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম নির্মূল করতে হবে কিন্তু তা অর্জনে অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। শিশুশ্রম একটি শোষণমূলক প্রক্রিয়া বলেই অনেক দেশই একে অবৈধ ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১৫ বছর বয়সের একটি শিশুকে কর্মশক্তিতে প্রবেশের অনুমতি দেয়। তবে আইএলও শিশুশ্রমকে সংজ্ঞায়িত করেছে এইভাবে, 'এমন কাজ, যা একটি শিশুর বয়স এবং কাজের ধরন অনুসারে ন্যূনতম সংখ্যক ঘণ্টা অতিক্রম করে'। কিন্তু পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে এদেশে শিশু কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। শিশু শ্রমিকের মজুরিও অন্যান্য শ্রমিকের তুলনায় চারভাগের একভাগ। শিশুকে সহজেই নানাধরনের নিপীড়ন করা যায় বলে, শ্রমবাজারে তাদের চাহিদা বেশি। এখানে দরিদ্র পরিবার বা বাবা-মা শিশুর জন্ম দেয় ঠিকই কিন্তু তাদের লালনপালনের ব্যবস্থা নিতে পারেন না। একটু বড় হওয়ার পর শিশুকেই নিজের ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব নিতে হয়। তাই দরিদ্র শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এবং কাজের মধ্যে ঢুকে যায়। অন্যভাবে বলা যায়, শিশুশ্রম বন্ধ করা মানে শিশুকে অভুক্ত রাখা। সেক্ষেত্রে শিশুদের জন্য কাজের এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার, যেখানে শিশু ভালো পরিবেশে থাকতে পারবে, কষ্টকর ও বিপদজনক কাজ করানো না, ভালো খাবার ও বিশ্রাম পাবে, পরার কাপড় পাবে, চিকিৎসা ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে এবং পড়াশোনা করার কিছুটা সুযোগ পাবে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ স্বাক্ষরের ৩৪ বছর পূর্ণ হয়েছে। মূলত এ সনদের মাধ্যমেই শিশুদের অধিকার যে মানবাধিকার তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এ সনদে অনুস্বাক্ষর করে। বাংলাদেশ শিশুশ্রম বন্ধ করতে চায় কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এর প্রতিকূলে। যদিও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে সব ধরনের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশ থেকে সব ধরনের শিশুশ্রম নির্মূল করতে বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ' কাজ করছে। সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বিষয়ক আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। শুধু যে ঘরে-বাইরে কঠিন কাজ করানোর মাধ্যমে শিশুর অধিকার লঙ্ঘন করা বা নির্যাতন করা হয়, তা কিন্তু নয়। এর পাশাপাশি জোরপূর্বক শ্রম, আধুনিক দাসপ্রথা ও মানবপাচার, শিশুকে পর্নোগ্রাফিতে ব্যবহার করা, যৌন ব্যবসায় জড়িত করা ও শিশুদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধ। শিশুশ্রমসমূহ নিষিদ্ধ ও নির্মূলে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিশুদের জন্য ৪৩টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই ৪৩টি কাজের কোনোটাতে যেন শিশুকে নিয়োগ দেওয়া না হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় যেসব কাজ রয়েছে তা, শারীরিকভাবে ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ, যেমন ভারি মালামাল তোলা, উচ্চ জায়গায় কাজ করা বা রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে কাজ করা, সেসব নিষিদ্ধ করতে হবে। শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করার ব্যাপারে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাকে জোরালো ভূমিকা পালন করে যেতেই হবে। শিশুশ্রম শুধু নিরসন করলেই হবে না, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বেতন-ভাতার দেখভাল করার জন্য বৃহত্তর পর্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এই উদ্যোগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫'। শিশু সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা নীতি প্রণয়ন করার পাশাপাশি শিশুশ্রম নিরসনে বেসরকারি খাতগুলো অনেক বেশি করে সম্পৃক্ত করা দরকার। তাদের সিএসআর ফান্ডের একটা বড় অংশ সহিংসতা ও শোষণ থেকে শিশুদের সুরক্ষার পেছনে ব্যয় করা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়োগদাতা

রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কেঁপে উঠল কিয়েভ, নিহত ১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কেঁপে উঠেছে ইউক্রেনের রাজধানী শহর কিয়েভ। গতকাল শুক্রবার ভোরে দফায় দফায় এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় রুশ বাহিনী। এদিকে রুশ হামলায় কিয়েভে অন্তত একজনের নিহত হওয়ার খবর আংশিকভাবে পাওয়া গেছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সময় সকাল সাতটার দিকে এই হামলা চালানো হয়। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গতকাল সকালে রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন নিহত এবং কিয়েভজুড়ে ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান সেরহি পপকোর মতে, হামলায় বেশ কয়েকটি ভবনে আগুন ছড়িয়ে যায় এবং একাধিক অফিস ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পপকোর মতে, আক্রমণ চালানোর জন্য রুশ বাহিনী হাইপারসোনিক কিনজাল ক্ষেপণাস্ত্র এবং ইস্কান্দার/কেএন-২৩ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ আটটি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে। মেয়র ভিতালি ক্লিটসকো বলেছেন, হামলায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছে, যাদের মধ্যে চারজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। হামলার সময় স্থানীয় কর্মকর্তারা এবং বিমান বাহিনী বলেছিল, ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিমানবাহিনী হামলার বিষয়ে সতর্ক করার পর তারা একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছে।

সূত্র : রয়টার্স

ভারতে পেট্রল পাম্পে ২ ট্রাকের সংঘর্ষ, দগ্ধ হয়ে প্রাণ গেল ৮ জনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: রাজস্থানের জয়পুরে একটি পেট্রল পাম্পের বাইরে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষের পর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকালে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল শুক্রবার ভোর ৫টা ৩০ মিনিটের দিকে আজমের রোডে একটি পেট্রল পাম্পের বাইরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি সিএনজি ট্যাংকার পেট্রল পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, ট্রাকের ধাক্কায় সেটিতে আগুন ধরে যায়। কর্মকর্তাদের মতে, মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। এ ঘটনায় ৪০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অন্তত ২৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে তারা জানিয়েছেন। আগুনে পেট্রল পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা আরো কয়েকটি যানবাহন পুড়ে যায়। হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং উদ্ধার তৎপরতা চলছে। সংবাদ সংস্থা আইএএনএস জানিয়েছে, বিস্ফোরণটি এতটাই তীব্র ছিল যে ৩০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা বেশ কয়েকটি যানবাহন সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন চালক দগ্ধ হয়েছেন বলে জানা গেছে, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একটি বিশাল আগুনের শিখা এবং এর ওপরে কালো ধোঁয়ার মেঘ, যা কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। স্থানীয়দের মতে, ১০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। জানা গেছে, অনেক জ্বালানি ট্যাংক ফেটে যাওয়ার কারণে বার বার বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, যে ট্রাকটি সিএনজি ট্যাংকারে ধাক্কা দিয়েছিল, সেটি রাসায়নিক পদার্থ বহন করছিল।

তাই খুব দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও), ভাংক্রোটা, মনীশ গুপ্ত সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, 'আগুনে বেশ কয়েকটি ট্রাক পুড়ে গেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ট্রাকের সংখ্যা স্পষ্ট নয়। পুড়ে যাওয়া আহত কয়েকজনকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা হতাহতদের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে পৌঁছেছেন এবং এই ঘটনায় প্রাণহানির জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানা গেছে।

গাজার পানি বন্ধ করে ইসরায়েল 'গণহত্যা' করছে : এইচআরডাব্লিউ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: পানি সরবরাহব্যবস্থা বন্ধ করে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েল 'গণহত্যা' চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ)। গত বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই অভিযোগ তোলে মানবাধিকার সংস্থাটি। এ ছাড়া ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ১৮৪ পৃষ্ঠার প্রকাশিত একটি নতুন প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্কভিত্তিক ওয়াচডগ বলেছে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে যখন ইসরায়েল গাজায় তাদের সামরিক আক্রমণ শুরু করেছিল, তখন থেকে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ 'ইচ্ছাকৃতভাবে গাজায় ফিলিস্তিনিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়।' হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মধ্যপ্রাচ্যের পরিচালক লামা ফাকিহ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমরা দেখতে পেয়েছি, ইসরায়েলি সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে গাজায় ফিলিস্তিনিদের তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পানি বন্ধ করে দিয়ে তাদের হত্যা করছে।' হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ভারপ্রাপ্ত ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের পরিচালক বিল ভ্যান এসভেল্ড আলজাজিরাকে বলেছেন, সংস্থাটি ১১৫ জনেরও বেশি লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে এবং তদন্তের অংশ হিসেবে স্যাটেলাইট চিত্র ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন, 'আমরা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজ করেছি এবং আমরা চারটি বিষয় খুঁজে পেয়েছি, যা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে গাজায় পানির সরবরাহ বন্ধ করে রেখেছে।' প্রথমত, ইসরায়েল থেকে গাজায় পানীয় পানি সরবরাহকারী পাইপলাইনগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর ইসরায়েল বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, যা গাজায় পানির পাম্প এবং রিজার্ভ চালু রাখতে প্রয়োজন। ফলে পানিশোধন প্ল্যান্ট, পানির কূপ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এই সুবিধাগুলোর মধ্যে কয়েকটিতে সৌর প্যানেল ছিল।

বড়দিনের আগে ধর্মঘটে অ্যামাজনের হাজার হাজার কর্মী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: বেতন বৃদ্ধি, উন্নত কর্মপরিবেশ ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনসহ নানা দাবিতে দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন করে আসছে অ্যামাজনের কর্মীরা। আশানুরুপ সাড়া না পেয়ে প্রতিষ্ঠানটির যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার কর্মীরা বড়দিনের কয়েকদিন আগে সর্বোচ্চ চাপ সৃষ্টি করতে গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের অ্যামাজন কর্মীরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এএফপি এই খবর জানায়। তাদের ভাষায় যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অ্যামাজন কর্মীদের এটা সবচেয়ে বৃহত্তম ধর্মঘট। টিমস্টার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গত বৃহস্পতিবার এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। সেখানে গত বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে নিউইয়র্ক, আটলান্টা ও সান ফ্রান্সিসকোসহ শহরগুলোতে "ইতিহাসের সবচেয়ে বড়" ধর্মঘটে যুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারপাশে অবস্থিত সাতটি অ্যামাজন রয়েছে।

মেলায় খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে নাইজেরিয়ায় পদপিষ্ট হয়ে ৩৫ শিশুর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ডেস্ক : দক্ষিণ-পশ্চিম নাইজেরিয়ায় একটি স্কুলের মেলায় খাবার ও উপহার সংগ্রহ করতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে ৩৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মেলার তিন উদ্যোক্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানস্থলে পাঁচ হাজারের বেশি শিশু জড়ো হয়েছিল। প্রধান আয়োজকরা অনুষ্ঠান শুরু করতে এলে এ ঘটনা ঘটে। নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ টিনুবু গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, এই ঘটনায় তিনি মর্মাহত এবং তিনি মৃতের পরিবারের প্রতি গভীর শোকপ্রকাশ করছেন। এ ছাড়া তিনি একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ঘটনার পিছনে থাকা আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। **ঘটনা সম্পর্কে যা জানা গেছে,** দক্ষিণ-পশ্চিম নাইজেরিয়ার বাশোরানের ইসলামিক হাই স্কুলে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ মুখপাত্র ওসিফেসো অ্যাডওয়েল জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ৩৫ জন শিশু মারা গেছে এবং অন্ততপক্ষে ছয়জন আহত হয়েছে। একটি হাসপাতালের চিকিৎসকরা বিবিসিকে বলেছেন, যে ছয়টি শিশুকে ভর্তি করা হয়েছিল তাদের মধ্যে মাত্র দুইজন বেঁচে ছিল, বাকি চারজন মারা গেছে। কিছু ক্ষতিগ্রস্ত অভিভাবক সাংবাদিকদের বলেছেন, তারা তাদের সন্তানদের সঙ্গে বছর শেষের 'ক্রিসমাস ফানফেয়ার'-এর ভেন্যুতে একত্রিত হয়েছিলন। তারা বুধবার ভোর পাঁচটায় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য উপস্থিত হন, শুরু হওয়ার পাঁচ ঘন্টা আগে। কিছু অর্থ এবং খাবার পাওয়ার আশায় ছিল তারা। আয়োজকরা ৫ হাজার শিশুর সবাইকে পাঁচ হাজার নাইরা (৩ ডলার) দেওয়ার এবং সেইসঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নাইজেরিয়া খারাপ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। এ কারণে ১০ হাজারের বেশি মানুষ এই ইভেন্টে উপস্থিত হয়েছিল। পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, খাবার ও উপহার বিলি শুরু হতেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সেগুলো

সংগ্রহ করার চেষ্টা করে শিশুরা, এর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্কুলের প্রিন্সিপালসহ অনেককে আটক করেছে পুলিশ।, **নাইজেরিয়ায় পদপিষ্টের ঘটনা,** গত মার্চ মাসে বিনা পয়সায় চালের ব্যাগ সংগ্রহ করার জন্য হুড়োহুড়ির পর পদপিষ্ট হয়ে দুই ছাত্র মারা যান, ২৩ জন আহত হন। মার্চেই ক্যাশ-গিফট সংগ্রহ করতে গিয়ে পদদলিত হয়ে চারজনের মৃত্যু হয়। সেই অর্থ মানুষ খাবার কেনার কাজে ব্যয় করতে পারতেন। সূত্র : বিবিসি, ডয়চে ভেলে

যুক্তরাষ্ট্র এক বছরে ২ লাখ ৭০ হাজার অভিবাসীকে বহিষ্কার করেছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ গত অর্থবছরে দুই লাখ ৭০ হাজার অভিবাসীকে বহিষ্কার করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ আগে গত বৃহস্পতিবার সরকারি পরিসংখ্যানে এমন তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ট্রাম্প আগে থেকেই অভিবাসীদের বিতাড়িত করার হুমকি দিয়ে আসছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মেয়াদে করা এটাই চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন। এই সংখ্যা গত দশকের যেকোনো সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ। এমনকি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের চেয়েও বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট কর্তৃপক্ষ (আইসিই) এক প্রতিবেদনে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে বাধ্য হওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই অবৈধভাবে দক্ষিণ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন। তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত ১২ মাসে বিতাড়িত হওয়া মানুষদের এই হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। সময়টিতে

ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তার প্রচারে অভিবাসন ইস্যুটি ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। ট্রাম্প ইতোমধ্যে বলেছেন, আগামী ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়িত করতে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযান চালাবেন তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, মার্কিন নাগরিকদের চেয়ে অভিবাসীরা বেশি অপরাধ করে। তার এই ধারণা ভোটারদের কাছে জনপ্রিয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে কিভাবে এই অভিযান পরিচালানো হবে, এই নিয়ে ট্রাম্প বিস্তারিত বলেননি। যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-এর উপ-পরিচালক প্যাট্রিক লেচলেইটনার বলেছেন, প্রতিবছর আমাদের কর্মীদের অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তবে প্রতিবছরই তারা তাদের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করেন। হিসাব অনুসারে, ১১ থেকে ১৫ মিলিয়ন মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাস করে আসছে। তবে ট্রাম্প ও তার সমর্থকদের দাবি, এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি। সূত্র : এএফপি

বিনোদন

মাদক সম্পৃক্ততার অভিযোগে টয়ার প্রতিক্রিয়া

বিনোদন ডেস্ক : দেশের শোবিজ অঙ্গন নতুন এক বিতর্কের মুখোমুখি। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী অরিন্দম রায় দীপকে গ্রেপ্তারের সূত্র ধরে মাদক সংযোগের অভিযোগে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন তিন জনপ্রিয় অভিনেত্রীড়তানজিন তিশা, মুমতাহিনা টয়া ও সাফা কবির। এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী সুনিধি নায়েকের নামও, যিনি বাংলাদেশের খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী সায়ান চৌধুরী অর্ণবের সাবেক স্ত্রী। তবে সম্প্রতি অর্ণবের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়েছে এমন কথা বিভিন্ন মিডিয়ায় শোনা যায়। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এই পরিচিত শিল্পীদের নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরের সূত্র ধরে জানা গেছে, এই শিল্পীরা নাকি নিয়মিত মাদকের অর্ডার করতেন একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। যা জানা গেছে গ্রেপ্তার হওয়া অরিন্দম রায় দীপের ফোন থেকে। অভিযোগ, এই তারকারা সিসা, এমডিএমএ, এলএসডি, কুসসহ বেশ কিছু মাদক গ্রহণ করেন নিয়মিত। মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ঘিরে বিশেষ অনুসন্ধান চালাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর (নারকোটিক্স)। ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে এ বিষয়ে প্রতিবেদনও পাঠানো হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নারকোটিক্সের সহকারী পরিচালক রাহুল সেন একটি গণমাধ্যমকে বলেন, 'দীপকে গ্রেফতারের পর তার কাছ থেকে আমরা কয়েকজন প্রথম সারির অভিনেত্রী ও মডেলের।

রণবীরকে কাপুরকে ছ্যাঁচড়া-লম্পট বললেন মুকেশ খান্ন

বিনোদন ডেস্ক : সদ্য শ্যুটিং শেষ হওয়া নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' ছবিতে রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন বলিউড তারকা রণবীর কাপুর। রণবীরের রাম চরিত্রে অভিনয় করা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন বি-টাউনের জ্যেষ্ঠ অভিনেতা মুকেশ খান্না। এ নিয়ে বেফাঁস মন্তব্যও প্রকাশ করেছেন এ অভিনেতা, যা নিয়ে বলিউড পাড়ায় রীতিমতো চলছে বিতর্ক। মূলত বহু পুরোনো টেলি সিরিজ 'শক্তিমান' থেকে পরিচিত পান মুকেশ খান্না। এর আগে রণবীর সিংয়ের 'শক্তিমান' হওয়ার খবর পেয়েও একইভাবে বেফাঁস কথা বলেছিলেন মুকেশ। শুধু তাই নয়, রণবীর সিংকে ৩ ঘণ্টা নিজের অফিসে বসিয়ে রেখেও 'শক্তিমান'-এর স্বত্ত্বে ছাড়পত্র দেননি মুকেশ। এবার পর্দায় আরেক রণবীরকে রামের ভূমিকায় দেখতেও নারাজ তিনি। ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পর্দায় 'ভগবান রাম'-এর চরিত্রে রণবীরের অভিনয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয় মুকেশ খান্নাকে। মিডডে-কে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে শুরুতে অবশ্য রণবীরের চরিত্র নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি 'শক্তিমান'। পরে বাস্তবে রণবীরের বাস্তবের ভাবমূর্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তার আশঙ্কা ব্লকবাস্টার ছবি 'অ্যানিম্যাল'-এর জন্য রণবীরকে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে যে নেতিবাচকতা ছড়িয়ে সেটা নীতিশ তিওয়ারির 'রামায়ণ'কে প্রভাবিত করতে পারে। মুকেশ খান্না বলেন, 'আমি এটাই বলব, রামের চরিত্রে এমন কেউ অভিনয় করুক যাকে দেখলে অন্তত রামের মুখটা ভেসে ওঠে, রাবণের মতো দেখতে যেন না হয় সে। বাস্তবজীবনে লম্পট, ছ্যাঁচড়া হলে পর্দাতেও সেটাই উঠে আসবে। রামের চরিত্রে অভিনয় করতে হলে পার্টি করা, মদ খাওয়া সব বন্ধ করতে হবে। নির্মাতাদের কাস্টিংয়ের বিষয়ে আরও সচেতন হওয়া উচিত।' এরপরই প্রভাস-এর 'আদিপুরুষ' ছবির কথা উল্লেখ করে মুকেশ বলেন, 'এত বড় তারকা হওয়া সত্ত্বেও প্রভাসকেও তো কেউ রামের ভূমিকায় মেনে নেয়নি। ও খারাপ অভিনেতা বলে নয়, আসলে ও রামের মতো দেখতেই নয়। এবার যিনি রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন, তিনি তো আবার কাপুর পরিবারের বংশপ্রদীপ।

সৎ থাকলে কাউকে দমিয়ে রাখা যায় না: তানজিন তিশা

বিনোদন ডেস্ক : ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। ক্যারিয়ারে অসংখ্য হিট নাটক উপহার দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও কাজ করেছেন তিনি। আর ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন একাধিক সম্মাননা। এদিকে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে এ অভিনেত্রী বলেন, 'আমি ভালো ভালো অনেক কাজ করছি যেটা অনেক মেয়ের স্বপ্ন। আমি একটা কথা বিশ্বাস করি কেউ যদি সৎ থাকে তাহলে তাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না। আল্লাহ আমাকে অনেক ভালোবাসেন এজন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে আমার সততা দিয়ে পরবর্তী পথ খুঁজে নিতে পারি। এটা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি।' তিশা আরও বলেন, 'জীবনে উত্থান-পতনের মধ্যে ভালো জিনিসটা গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এটাকে আমার একটা খুব ভালো ?দিক বা গুণ বলতে পারি, যেটা হয়ত অনেক আর্টিস্ট পারেনা।' অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অনেকদিন পর সুযোগ হয়েছে ক্লাসিক্যাল নাচ করার। প্রায় ৬ বছর ?পর নাচলাম। আমি তো আসলে নাচের মেয়ে। গ্রাজুয়েশন শেষ করিনি কিন্তু পাঁচ বছর নাচের প্রশিক্ষণ নিয়েছি।

সে জায়গা থেকে আমি নাচ ভালোবাসি।' অভিনেত্রীর ভাষ্য, 'অভিনয়ের পাশাপাশি আমার সবচেয়ে বেশি যেটা পছন্দ সেটা হচ্ছে স্টেজ পারফর্ম। একটা সুন্দর কাজের প্রাপ্তি নিয়ে বছরটা শেষ করছি।' তবে গত বৃহস্পতিবার সকালে মাদককাণ্ডে জড়িয়েছে তিশার নাম। এ বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। এদিকে এবার সিনেমায় নাম লেখাচ্ছেন তিশা। তাকে নিয়ে নির্মিতব্য প্রথম সিনেমাটির নাম 'ঘুমপরী'। তার এই সিনেমায় তার সঙ্গে জুটি বাঁধছেন সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান।

কনসার্টে নেচে সমালোচনার মুখে জেফার

বিনোদন ডেস্ক : বিজয় দিবসের কনসার্টে গানের চেয়ে বেশি নাচে আলোচনায় এসেছেন দেশের প্রথম ইউটিউব বেইজড মিউজিশিয়ান জেফার রহমান। ফ্যাশনেবল লুক ও প্রাণবন্ত নাচে দর্শকদের মুগ্ধ করলেও সমালোচনার তীর এড়াতে পারেননি। ভাইরাল ভিডিও নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে তুমুল বিতর্ক। পরনে গাঢ় সবুজ শাড়ি, গায়ে মেরুণ রঙের ব্লাউজ। গলায় নেকলেস, কপালে টিপ। মাথার চুলগুলো আলগা করে ছেড়ে দেওয়া। ঠোঁট থেকে হাসি যেন সরছেই না। এমন লুকে, মাইক্রোফোন হাতে 'বসন্ত বাতাসে' শিরোনামের গান গাইছেন আলোচিত গায়িকা জেফার। আর গানের তালে নাচছেন এই শিল্পী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও ক্লিপে এমন দৃশ্য দেখা যায়। জানা যায়, বিজয় দিবসে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয় 'সবার আগে বাংলাদেশ' শিরোনামে কনসার্ট। এ মঞ্চে গানের চেয়ে অধিক নেচেই আলোচনার জন্ম দিয়েছেন জেফার। এ নিয়ে দারুণ সমালোচনার মুখেও পড়েছেন তিনি। ভাইরাল ভিডিওর কমেন্ট বক্সে চোখ রাখলেই তা স্পষ্ট। শামীম রহমান লিখেন, 'গান কম শুনছি, পাঙাশ মাছের পেটি দেখছি বেশি, অসাম।' একজন লিখেন, 'সাউন্ডবক্সে গান বাজিয়ে যদি কনসার্টে গানই শোনাতে হয়, তাহলে জেফারকে আনা হয়েছে শুধু নাচ দেখানোর জন্যই?' অন্য আরেকজন লিখেন, 'অটো টিউন শিল্পীরা লাইভে এমনই গাইবে।' ফেসবুক ব্যবহারকারী আরেকজন লিখেছেন, 'কনসার্টে ধরা খেলেন জেফার নিজের গলায় গান না গেয়ে স্টেজে শুধুই নাচানাচি। তবে কি এতদিন দর্শকদের ধোকা দিয়ে চলেছেন জেফার।' এর উত্তরে আরেকজন লিখেছেন, হাসি পাইলো খুব আপনার কমেন্ট দেখে। আপনি হয়ত জানেন না, এসব কনসার্ট আগে থেকে ভয়েজ রেকর্ড করা থাকে।' ২০১১ সালে বিখ্যাত সব ইংরেজি গান কাভার করে ইউটিউবে প্রকাশ করে সাড়া ফেলেন তরুণ প্রজন্মের সংগীতশিল্পী জেফার রহমান। বাংলাদেশের প্রথম ইউটিউব বেইজড মিউজিশিয়ান জেফার। পরবর্তীতে ইউটিউব থেকে স্টেজ শোয়ে পা রাখেন। স্বকীয় গায়কি আর ফ্যাশন স্টেটমেন্ট দিয়ে সহজেই সবার থেকে আলাদা হয়েছেন তিনি। নেমেসিস, ওয়ারফেইজ, অর্থহীন-এর মতো দেশের বড় বড় ব্যান্ডগুলোর সঙ্গে অসংখ্য স্টেজ শো করেছেন।

টম ক্রুজের সঙ্গে দেখা করতে চান শাবনূর

বিনোদন ডেস্ক : একসময়ের জনপ্রিয় তারকা শাবনূর। তবে এখন তিনি অভিনয় কমিয়ে দিয়েছেন। স্থায়ী হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায়। এখন নিয়মিত পর্দায় না থাকলেও তার জনপ্রিয়তা এতটুকু কমেনি। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের ছবি-ভিডিও ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন। বলে রাখা ভালো, শাবনূর ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই মিডিয়ায় আলোচনায় শীর্ষে ছিলেন। তবে তিনি নিজেকে সব সময় গোপন রাখতে পছন্দ করতেন। তার ব্যক্তিগত জীবন, বিশেষ করে সম্পর্ক এবং পরিবার সম্পর্কে নানা গুঞ্জন ছড়িয়েছে। সেসব নিয়ে হ্যাঁ বা না, কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখাতেন না তিনি। এই গ্ল্যামার কুইনকে নিয়ে একসময় স্বপ্নের সুতো বুনতেন অসংখ্য তরুণ। সহশিল্পীকে জড়িয়ে তার প্রেমের গুঞ্জন শোনা গেছে। কিন্তু শাবনূরও কি কারো প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন? অবশেষে অবশেষে প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন এই নায়িকা। এ বিষয়ে শাবনূর বলেন, 'দেশের বাইরের তারকাদের মধ্যে টম ক্রুজ আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের। লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও আছেন সেই পছন্দের তালিকায়। তারা যে আমার ক্রাশ, এটা আমার পরিবারের সবাই জানে। আমার স্কুলপড়ুয়া ছেলেও এটা জানে।' লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওকে পছন্দের কারণ ব্যাখ্যা করে শাবনূর বলেন, 'টাইটানিক দেখার পর লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও আমার ক্রাশ। মনে মনে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর নায়িকা হতে না চাইলেও ভালো লাগত আরকি! চকোলেট বয় টাইপ ছিল তো! এই টাইপের হিরোরা বরাবরই আমার পছন্দ।' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'চকোলেট বয়' টাইপের নায়কদের বেছে নেওয়ার কথা জানিয়ে শাবনূর বলেন, 'আমি সব সময় চকোলেট বয়দের সঙ্গে কাজ করছি। খুঁজে খুঁজে চকোলেট বয়

হিরোদের সঙ্গে কাজ করছি। আমার নায়কদের তালিকা দেখলেও তা বোঝা যাবে। যেমন : আমার বেশির ভাগ সিনেমার নায়ক সালমান শাহ, ফেরদৌস, রিয়াজ, শাকিবড় সবাই চকোলেট বয়। আমার সব হিরোই চকোলেট বয় টাইপের।' বুড়ো হয়ে গেলেও টম ক্রুজের সঙ্গে দেখা করতে চান উল্লেখ করে শাবনূর বলেন, "তরুণী থাকতেই মধুমিতায় টম ক্রুজের 'মিশন ইম্পসিবল' দেখেছিলাম। এই সিনেমা দেখেই টম ক্রুজের প্রেমে পড়ে যাই। বুড়ো হয়ে গেলেও একবার টম ক্রুজের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার ছেলেও বলছে, সে বড় হলে আমাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে; টম ক্রুজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। আমিও অধীর আগ্রহে আছি টম ক্রুজের সঙ্গে দেখা করার।

নতুন দায়িত্ব পেলেন ইলিয়াস কাঞ্চন-বাঁধন

বিনোদন ডেস্ক : নতুন বছরের শুরুতেই বসতে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৩তম আসর। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে ৯ দিনব্যাপী উৎসবে প্রদর্শিত হবে বিশ্বের ৭৫ দেশের প্রায় ২৫০টি সিনেমা। এই উৎসবের জুরিবোর্ডের দায়িত্ব পেয়েছেন রাজপথে

পাবনা: সুজানগরে পেঁয়াজের পাশাপাশি মাঠে মাঠে ব্যাপকভাবে শোভা পাচ্ছে সরিষা ফসল।

সীতাকুণ্ডের বারৈয়াঢালার পানের কদর দেশজুড়ে

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার বারৈয়াঢালার পান দেশব্যাপী বিখ্যাত। বর্তমানে দিন দিন কমছে পান চাষির সংখ্যা। তবুও পূর্বপুরুষের ধারা অব্যাহত রাখতে এখনো অনেকেই যুক্ত আছেন পান চাষে। উপজেলার বেশ কয়েকটি এলাকায় পানের আবাদ হলেও বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের গ্রামগুলোতে পান চাষ চোখে পড়ার মতো। বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের মহাদেবপুর গ্রামে ২০ শতক জমিতে পানের আবাদ করেন সুনিল চন্দ্র নাথ। বাবার হাত ধরে পান আবাদে যুক্ত হন তিনি। সুনিল বলেন, 'আমার একটি মাত্র ছেলে চাকরি করে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি এটা করছি কারণ এটা আমার কাছে চাকরির মতো।' সীতাকুণ্ডের বারৈয়াঢালার পানের কদর দেশজুড়ে

ধর্মপুর গ্রামের কৃষক প্রিয় লাল নাথ ও সাধন চন্দ্র নাথ পৈতৃক সূত্রে পাওয়া পান চাষে এখনো যুক্ত আছেন। তারা বলছেন, একসময় অনেকগুলো পানের বরজ ছিল। মিরসরাইয়ের মিঠাছড়া বাজারের আড়তে তারা পান বিক্রি করেন। বর্তমানে শ্রমিক সংকট, নানা রোগবালাইয়ের কারণে দিন দিন আবাদের পরিমাণ কমে গেছে। পান চাষ করে পরিবার-পরিজন নিয়ে কোনোমতে তাদের পেট চলছে।' বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের পান চাষিরা কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বছরে ভালোই লাভ করেন। তারা অভিযোগ করেন, সরকারের কৃষি ব্যাংক তাদের ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করলেও বছরের পর বছর দেখা মেলে না উপজেলা কৃষি অফিসের লোকজনের। লতা পচা রোগ এবং গুটি রোগে ক্ষেতের বেশ ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির লোকজন এবং স্থানীয় কীটনাশক দোকানির পরামর্শ নিয়ে তারা রোগবালাই দমনে ব্যবস্থা নেন। ফরিদপুরে লাভের আশায় চলছে পেঁয়াজ চাষ, পান চাষি শ্রীধাম নাথ বলেন, 'বারৈয়াঢালার পান ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে পাঠানো হয়। পাইকাররা আগ্রহ নিয়ে চাষিদের কাছ থেকে পান কিনে থাকেন।' সীতাকুণ্ড উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, এখানে মোট ৫০ হেক্টর জমিতে পানের আবাদ হয়। ২৫০ জন কৃষক বছরে ৬৫০ মেট্রিক টন পান উৎপাদন করেন। যার অধিকাংশই আবাদ হয় উপজেলার বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে। সীতাকুণ্ডের বারৈয়াঢালার পানের কদর দেশজুড়ে, কৃষকদের অভিযোগ অস্বীকার করে সীতাকুণ্ড উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ জানান, প্রত্যেক এলাকায় তাদের একজন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আছেন।

চাষিদের কাছে তার নাম্বারও থাকে। তবে পান চাষে সরকারের প্রদর্শনী খামার কিংবা অন্য সহযোগিতা না থাকায় শুধু পরামর্শসেবা দেওয়ার সুযোগ আছে বলে তিনি স্বীকার করেন। কৃষি অফিস থেকে পান চাষিদের পরামর্শসেবা না দেওয়ার অভিযোগ তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন সীতাকুণ্ড উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কে এম রফিকুল ইসলাম। তিনি পান চাষিদের সরকারি বিভিন্ন সেবা-পরিষেবার আওতায় আনতে কৃষকদের লিখিতভাবে জানানোর পরামর্শ দেন।

অভয়নগরে উপজেলা শাখার সাধারন সভা অনুষ্ঠিত

অভয়নগর, যশোর প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন(বাজুস) যশোরের অভয়নগর উপজেলা শাখার বার্ষিক সাধারন সভা নওয়াপড়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় উপজেলার নওয়াপাড়া এইচ এম সেন্টারে বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাজুস উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও নওয়াপাড়া প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মল্লিক খলিলুর রহমান এর সঞ্চালন-ায় সভায় সভাপতিত্ব করেন, সভাপতি সুশীল কুমার দাশ ঝন্টু। সভায় বক্তব্য রাখেন, বাজুস উপজেলা শাখার সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গির আলম মোল্লা, সহ সভাপতি স্বপন মুস্তাফী, যুগ্ন সম্পাদক গৌতম বিশ্বাস, নির্বাহী সদস্য নিজাম উদ্দিন সরদার ও প্রদিপ দাস। সভায় বাৎষরিক আয়-ব্যয় হিসাব পেশ করেন, বাজুস উপজেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ সুজিত হালদার। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, প্রশান্ত কর্মকার, রতন কুমার দে, জাহিদ সরদার প্রমূখ। সভায় সকল সদস্যদের কষ্ঠো ভোটে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আয়-ব্যয় হিসাব গৃহিত হয়।

দিনাজপুরে সাংবাদিক সংস্থার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : সকল সাংবাদিকদের আস্থা জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা'এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টায় দিনাজপুরের ১৩টি উপজেলার সাংবাদিকগণের উপস্থিতিতে দিনাজপুর কালীতলাস্থ দিনাজপুর প্রেসক্লাব হল রুমে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সভাপতি মমিনুর রশিদ শাইন বলেন, পলাতক স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তার অনুসারীরা বরাবরই মুক্ত গণমাধ্যম ও স্বাধীন মতপ্রকাশের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে এসেছে। তাদের শাসন-মলে বারবার দেখা গেছে, সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল, কলমের স্বাধীনতাকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। সাংবাদিক ইউনিয়ন দিনাজপুর (২৯৩৬) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জি.এম হিরু বলেন, পলাতক স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার চেয়েছিল একটি নিস্তব্ধ সমাজ গড়তে, যেখানে সত্য প্রকাশের কোনো জায়গা থাকবে না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, যেকোনো স্বৈরাচারই চিরস্থায়ী নয়। স্বাধীন মতপ্রকাশের জন্য লড়াই করা মানুষের শক্তি কখনোই স্তব্ধ হয় না। আজ আমরা সেই লড়াইয়ের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ, যেখানে স্বাধীন গণমাধ্যম থাকবে, সত্য কথা বলার অধিকার থাকবে, এবং জনগণের কণ্ঠ কোনো শক্তি দমিয়ে রাখতে পারবে না। উপস্থিত ছিলেন প্রধান বক্তা সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের মহাসচিব মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি সহ-সভাপতি আতিকুর রহমান আজাদ, যুগ্ম মহাসচিব মো. আব্দুল মজিদ, সহকারী সচিব সাজ্জাদুর রহমান সাজু, রংপুর বিভাগীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মোখলেছুর রহমান, আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দিনাজপুর জেলা শাখা শহর আমীর মো. সিরাজুস সালেহিন, সাধারণ সম্পদক কামরুল ইসলাম রাসেল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বাস্তুহারা দল দিনাজপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পদক শাহজালাল রোজ, দিনাজপুর পৌর বিএনপির সহ সভাপতি ও ৩ নং ওয়ার্ড সভাপতি মো. আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

ধামইরহাটে এতিম শিশুদের মাঝে কম্বল উপহার

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে উপজেলা প্রশাসন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে অসহায় দুস্থ এতিম ৩০জন শিশুদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টায় উপজেলা চকযদু কাশিয়াডাঙ্গা মদিনাতুল উলূম কওমী মাদ্রাসার এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

দিঘলিয়ার পল্টি খামার করে সফল উদ্যোক্তা

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : গত দুই বছর (২০২২ সালের আগে) ঘের করে নানা সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে লোকসান গুনে দিশেহারা হয়ে হঠাৎ ব্যবসা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন বারাকপুর গ্রামের ছলেমান মোড়লের পুত্র রিয়াদ মোড়ল। তিনি বাড়ির পিছনে নিজস্ব জমির উপর গড়ে তোলেন বিশাল খামার ঘর। নিচতলা ও দোতলা মিলে বিশাল মুরগির শেড। কিন্তু সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা না থাকায় এবং ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে লোন না পাওয়ায় সবগুলো শেডে মুরগির চাষ করা সম্বব হচ্ছেনা। বিগত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে নিচের শেড গুলোতে পানি জমে যায়। শেড ভরা মুরগি। সরানোর কোনো জায়গা ছিল না। স্বল্প মূল্যে মুরগী বিক্রি করে দেওয়া হয় পুঁজি উদ্ধারের মানসে। তবুও পুঁজি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সর্বনাশা বর্ষার জলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হন এ উদ্যোক্তা। তবুও হাল ছাড়েনি রিয়াদ। মাত্র ৫০০ ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা তুলে শুরু করেছেন ব্যবসা। এক আত্মীয়ের পরামর্শে ২০২২ সালে উদ্যোক্তা তৈরির জন্য মাছ, মুরগি ও গাভি পালনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরে ঘের ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় পুঁজি হারিয়ে মাত্র ২ লাখ টাকা দিয়ে ৫০০ ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা নিয়ে পোল্ট্রি খামার শুরু করেন। শত বাঁধা আর প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি দমে যাননি, নিরাশ হননি। যেখানে তিনি মাছ চাষে লোকসান নিয়ে দিশেহারা ছিলেন, সেখানে তাঁর এখন প্রতিমাসে আয় ২ লাখ টাকা। এভাবেই এ প্রতিবেদকের কাছে নিজের সফলতার গল্প তুলে ধরেন উদ্যোক্তা রিয়াদ মোড়ল। তিনি খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার বারাকপুর ইউনিয়নের পূর্ব বারাকপুর এলাকার ছলেমান মোড়লের ছেলে। উদ্যোক্তা মোঃ রিয়াদ মোড়ল বলেন, প্রথমে তার নিজ বাড়িতে একটি মুরগির শেড তৈরি করে এক হাজার লেয়ার মুরগি পালন শুরু করেন। এরপর তার আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে নিজ বাড়ির পিছনের নিজেস্ব জায়গার ওপর তার ৩টি ভালো মানের মুরগির শেড এবং তাতে প্রায় ২ হাজার মুরগির চাষ করা সম্ভব। কিন্তু পুঁজি সংকটে বড় সংখ্যায় মুরগীর বাচ্চার লোড কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠছেনা। মূল উদ্যোক্তা রিয়াদ মোড়লের পিতা ছলেমান মোড়ল এ প্রতিবেদককে জানান, পল্টি শিল্পের স্বর খায় মধ্যভোগী সেন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা। মুরগীর বাচ্চা সরবরাহে প্রতি বাচ্চায় ১০/১৫ টাকা বেশী। খাদ্যে বস্তা প্রতি ৩০০ টাকা বেশী। মুরগী বিক্রির সময় মুরগির দাম কম। খামারীরা সরাসরি বিক্রি করতে গেলে বাজার ব্যবসায়ীরা কিনবেনা। ফলে সিন্ডিকেটের বাইরে পল্টি ব্যবসা সম্ভবই নয়। আবার সেন্ডিকেটের কথা সহসা কেউ স্বীকারও করবেনা। তবে তিনি পল্টি খামারীদের এ জটিল ও কঠিন সিন্ডিকেট ভাঙ্গতে না পারলে অচিরেই দিঘলিয়া পল্টিবিহীন দিঘলিয়া হয়ে পড়বে। দিঘলিয়ায় নতুন করে কোনো যুবক আর পল্টি শিল্পে ঝুঁকবে না।

তিনি আরও বলেন, এ সকল এজেন্টদের কাছ থেকে মুরগির বাচ্চা কিনতে হচ্ছে ৬০ টাকা দিয়ে। অপর দিকে একটা মুরগির এক মাসে খাবার খরচ পড়ছে ৩০০ টাকা। কিন্তু সিন্ডকেটের মাধ্যমে খুচরা মুরগী ব্যবসায়ীর কাছে মুরগি বিক্রি হয় ১৩০/১৩৫ টাকা কেজি। কিন্তু বাজারে মুরগি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১৭০/১৮০ টাকা। তিনি আরও বলেন, মুরগি পালনে আমি স্বাবলম্বী হয়েছি। বর্তমানে আরও দুইটি মুরগির শেড তৈরি করা হচ্ছে। তবে এ শেডে মুরগির বাচ্চা তোলার ব্যাপারে ধীরে চলা নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে। তাঁর খামারে নিজেরাই কাজ করেন। বাইরের কোন কাজের লোককে খামারের ভেতরে যেতে দেওয়া হয় না। উদ্যোক্তা মোঃ রিয়াদ মোড়ল বলেন, আমার আর্থিক অবস্থা এবং পোল্ট্রি খামার দেখে এলাকার অনেক বেকার ছেলে পোল্ট্রির খামার করে তারাও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

গজারিয়া কিন্ডার গার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তি পরীক্ষা

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : গতকাল শুক্রবার ১০ ঘটিকায় গজারিয়া ভবেরচর ওয়াজীর আলী উচ্চবিদ্যালয়। কিন্ডার গার্টেন এসোসিয়নের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ওই বৃত্তি পরীক্ষায় ৪০ টি কিন্ডার গার্টেন প্লে গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১২৭৪ জন ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসবমুখর পরিবেশে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে গজারিয়া কিন্ডার গার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো: ফজলুল হক নয়ন, বলেন শিশু কিশোরদের দুই শিফটে পরীক্ষা দিচ্ছে উৎসব মুখোশ পরিবেশ পরীক্ষা দেখার জন্য প্রায় চার-পাঁচ হাজার গার্ডিয়ান এসেছে এতে বুঝা যায় লেখাপড়ার মান আমি মনে করি এই পরীক্ষার কারণে ছাত্র-ছাত্রী মেধা যাচাই হচ্ছে সরকার যদি এই কিন্ডারগার্ড এসোসিয়েশনের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক ট্রেডিং চালু করতেন তাহলে আরো ভালো হতো লেখাপড়ার মান এবং বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হয় এতে ছাত্রছাত্রী বিকাশ ঘটবে ও মেধার মূল্যায়ন হবে। এ পরীক্ষা পরিচালনা করেন গজারিয়া কিন্ডার গার্টেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো: আব্দুল জব্বার, তপন মল্লিক, মো:দুলাল মিয়া, আবু জাফর ভুট্টো, মো:রাসেল, মোয়াজ্জেম হোসেন মাস্টার, মো:বোরহানউদ্দিন মাস্টার, বিএনপি'র নেতা নাজির শিকদার, বিএনপির নেতা আখতার হোসেন প্রমুখ। ৪০টি কিন্ডার গার্টেন এর প্রধান শিক্ষকরা ও সহকারী শিক্ষক ছাত্রছাত্রী গার্ডিয়ান স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীরা।

দৌলতপুরে ইউএনওর শীতবস্ত্র বিতরণ

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ছিন্নমূল শীতার্ত মানুষের মাঝে গত বুধবার মধ্যরাতে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেছেন দৌলতপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আব্দুল হাই সিদ্দিকী। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন দৌলতপুরের সাবেক এমপি দৌলতপুর থানা বিএনপির সভাপতি আলহাজ রেজা আহাম্মেদ বাচ্চু মোল্লার জৈষ্ঠ পুত্র, বিএনপি নেতা আসিফ শিশির মোল্লা, সাংবাদিক মো: সাইফুল ইসলাম এছাড়াও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে তারাগুনিয়া থানার মোড়, জয়রামপুর, কল্যাণপুর, ও আল্লারদর্গা বাজারে ভ্যান চালক হোটেল রেস্তরায় কর্মরত ছিন্নমূল শীতার্ত অসহায় নারী পুরুষের মাঝে অর্ধশতাধিক কম্বল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও দৌলতপুরের বিভিন্ন এতিমখানা প্রতিবন্ধী ও মাদ্রাসায় গত বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রায় ৬ শতাধিক কম্বল প্রদান করা হয়।

তালতলীতে অগ্নিকান্ডে দোকান ভস্মিভূত

তালতলী, বরগুন প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলী উপজেলার কবিরাজপাড়া বাজারে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে রাইদা ভ্যারাইটিজ স্টোর নামের এক দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ ঘটনায় প্রায় ২০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভোর রাত ৪ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, উপজেলার কবিরাজপাড়া বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে ওয়ালকরা টিনসেট ঘরে মুদি, মনোহরী ও হার্ডওয়ারীসহ ভ্যারাইটিজ ধরনের ব্যবসা করতেন রাইদা ভ্যারাইটিজ স্টোরের মালিক মোঃ সজল হাওলাদার। সজল প্রতি দিনেরমত মালামাল গুছিয়ে রাত ১২ টার দিকে বাড়ী চলে যান। ভোররাতে আগুনের খবর পেয়ে দেখে এসে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনের তাপে ঘরের ওয়ালও ফেটে গেছে। ফায়ার সার্ভিস এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনায় বাজারের অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আগুনের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। এতে সজলের প্রায় ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের মাধ্যমে আগুনের সুত্রপাত বলে ধারনা করা হচ্ছে।

কালীগঞ্জে লাউ গাছের সাথে এ কেমন শত্রুতা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে নজির আহমেদ নামের এক কৃষকের ১০ কাঠা জমির ধরন্ত লাউগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গত বৃহস্পতিবার রাতে কালীগঞ্জ উপজেলার বাকুরিয়া গ্রামের মৃত তছের আলী মোল্লার ছেলে কৃষক নজির আহমেদের লাউ ক্ষেতে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক নজির আহমেদ জানান,আমার বাড়ি থেকে প্রায় ৭০০ ফুট উত্তরে নিজের চাষাবাদকৃত ১০ কাঠা জমির ধরন্ত লাউ গাছ কে বা কারা রাতের আঁধারে কেটে দেয়। ওই জমিতে প্রায়৭০ টি লাউ গাছ ছিল। গতকাল শুক্রবার হাটে কাটা গাছ থেকে ১০০ টি লাউ বাজারে বিক্রি করেছি ১৭০০ টাকায়। আমি এর আগে ৬ বার ওই জমি থেকে লাউ তুলে বাজারে বিক্রি করেছি। এভাবে লাউ গাছ গুলো কেটে ফেলায় আমার অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে গেল। তিনি বলের এলাকার কেউ শত্রুতামূলক ভাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারেন বলে ধারণা করছেন কৃষক নজির আহমেদ। লাউ গাছ কাটার ঘটনায় তিনি কালীগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন বলে জানান।

মানিকগঞ্জে বেগুন চাষে লাভবান কৃষক

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি : মানিকগঞ্জের তিল্লি, চরতিল্লি ও পারতিল্লি এলাকায় মাঠের পর মাঠে হচ্ছে বেগুন চাষ। এখানকার মাটি ও আবহাওয়া বেগুন চাষের উপযোগী হওয়ায় বাম্পার ফলন পাচ্ছেন কৃষকেরা। বাজারেও ভালো দাম পেয়ে এখন কৃষকের চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক। তাই প্রতিনিয়তই বাড়ছে বেগুন চাষ। স্থানীয় কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, গত বছর জেলায় ১ হাজার ৮৫ হেক্টর জমিতে বেগুন চাষ হয়েছিল। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াবে বলে আশা করছেন তারা। জেলার সবচেয়ে বেশি সবজি চাষ হয় সাটুরিয়া উপজেলায়। এ উপজেলার সবজি চাষ হয়েছে ১ হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে। তবে ৪৩১ হেক্টর জমিতে শুধু বেগুন চাষ করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু তিল্লি ইউনিয়নে ৩৪০ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে বেগুন। সাটুরিয়া উপজেলার তিল্লি এলাকার কৃষকেরা জাগো নিউজকে বলেন, 'এলাকার অধিকাংশ কৃষক বেগুন চাষের দিকে ঝুঁকছেন। কম খরচে লাভ বেশি হওয়ায় প্রতি বছর চাষের পরিমাণ বাড়ছে। তিল্লি এলাকা থেকে প্রতিদিন প্রায় ২২ হাজার কেজি বেগুন বিভিন্ন স্থানে যায়। ঢাকা, খুলনা ও বরিশালে সবচেয়ে বেশি যায় এ এলাকার বেগুন। খুচরা বাজারে বেগুনের দাম বেশি হলেও কৃষক প্রতি কেজি বেগুনে ২০-৩০ টাকা পাচ্ছেন।' মানিকগঞ্জে বেগুন চাষে লাভবান কৃষক ফরিদপুরে লাভের আশায় চলছে পেঁয়াজ চাষ, চরতিল্লি গ্রামের কৃষক ফরিদ হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, 'এ বছর ৩ বিঘা জমিতে বেগুন চাষ করেছি। খরচ হয়েছে প্রায় ১ লাখ টাকা। এ পর্যন্ত প্রায় দেড় লাখ টাকার বেগুন বিক্রি করতে পেরেছি। আশা করছি আরও ১ লাখ টাকার বেগুন বিক্রি করতে পারবো।' পারতিল্লি গ্রামের কৃষক সোনামুদ্দিন বেপারী জাগো নিউজকে বলেন, 'বাজারে সবজির দাম বেশি হলেও আমরা তেমন দাম পাই না। এখন আমরা প্রতি কেজি বেগুন ২০-৩০ টাকার বেশি পাই না। আমাদের হাত বদল হলেই বাজারে সবজির দাম দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।' মানিকগঞ্জে বেগুন চাষে লাভবান কৃষক, তিল্লি এলাকার কৃষক রবিন হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, 'আমাদের এলাকার চরতিল্লি আর পারতিল্লি গ্রামেই সবচেয়ে বেশি বেগুন চাষ হয়। প্রতিদিন শুধু চরতিল্লি বাজার থেকে প্রায় ২২ হাজার কেজি বেগুন বিভিন্ন জেলায় যায়। বাজারে সবজির দাম বেশি হলেও আমরা প্রতি কেজি বেগুন বিক্রি করি ২০-৩০ টাকা।' জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. রবীআহ নূর আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, 'গত বছর জেলায় ১ হাজার ৮৫ হেক্টর জমিতে বেগুন চাষ হয়েছিল।

শীর্তাতদের জন্য কম্বল নিয়ে হাজির ইউএনও

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : পৌষ মাসে জেঁকে বসেছে শীত। শীত নিবারণের জন্য কেউ লেপ আবার কেউ কম্বল জড়িয়ে আরামে ঘুমায়। এমন কিছু মানুষ আছে যাদের লেপ, কম্বলের অভাবে কোনো রকম জোড়াতালি দিয়ে রাত কাটায়। কষ্টে রাত কাটানো এসব অসহায় দরিদ্র মানুষের শীত নিবারণের জন্য কম্বল নিয়ে রাতে আকস্মিক হাজির হচ্ছেন বালিয়াকান্দি উপজেলা নির্বাহী অফিসার চৌধুরী মুস্তাফিজুর রহমান। শীতের রাতে একখানা কম্বল পেয়ে অনেক অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোর মুখে হাঁসির ঝলক দেখা যায়। আবার কেউ কম্বল পেয়ে আবেগ আপ্লুত। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের বনগ্রাম এলাকায় ঘুরে ঘুরে ৬০ টি পরিবারে কম্বল বিতরন করেন তিনি। এর আগে গত বুধবার রাতেও তিনি শীতার্তদের জন্য কম্বল নিয়ে ছুটে চলেন উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার চৌধুরী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, উপজেলার কোনো ব্যক্তি যাতে শীতে কষ্ট না পায় সে চেষ্টা করছি। প্রকৃত শীতার্ত যাতে বাদ না যায় এজন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে।

হাকিমপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কমিটি গঠন

দিনাজপুর প্রতিনিধি : শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামি শ্রমনীতির বাস্তবায়ন অনিবার্য্য এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দিনাজপুরের হাকিমপুর হিলি উপজেলা শাখার ২০২৫-২৬ সেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি মোঃ সবিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে বাংলাহিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের হলরুমে উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আয়োজনে এই দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সবিরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মোঃ জাকিরুল ইসলাম। প্রধান মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপদেষ্টা ও জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মুহ-াদ্দিস ডক্টর এনামুল হক। আরও বক্তব্য রাখেন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মোঃ রমজান আলী, সেক্রেটারি মোঃ এনামুল হক, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপদেষ্টা ও উপজেলা জামায়াতের আমীর মোঃ আমিনুল ইসলাম, সেক্রেটারি মোঃ জাহিদুল ইসলাম।

সুজানগরে সরিষা আবাদে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

পাবনা প্রতিনিধি : উত্তরাঞ্চলের মধ্যে পেঁয়াজ আবাদে খ্যাত পাবনার সুজানগরে পেঁয়াজের পর এবার সরিষা আবাদে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পেঁয়াজ এ জনপদের মানুষের প্রধান অর্থকরী ফসল হওয়ায় অন্যান্য বছর চলতি এ মৌসুমে উপজেলার ফসলী মাঠের দিকে তাকালে শুধু পেঁয়াজ আর পেঁয়াজ চোখে পড়তো। কিন্তু এ বছর পেঁয়াজের পাশাপাশি মাঠে মাঠে ব্যাপকভাবে শোভা পাচ্ছে সরিষা ফসল। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এবছর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে সরিষা আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৫৬৫ হেক্টর জমিতে। কিন্তু অনুকূল আবহাওয়া আর উপজেলা কৃষি অফিস থেকে প্রয়োজনীয় কৃষি প্রণোদনা দেওয়ার কারণে লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে আবাদ হয়েছে ১৫৭০ হেক্টর জমিতে। বিশেষ করে উপজেলার অধিকাংশ উঁচু জমিতে সরিষা আবাদ করা হয়েছে। উপজেলার দুলাই ইউনিয়নের আন্ধারকোটা গ্রামের কৃষক লিয়াকত আলী বলেন, এ বছর আমি উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শক্রমে তথা কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৩বিঘা জমিতে বারি সরিষা-১৪ আবাদ করেছি। ইতিমধ্যে ফুলে-ফলে মাঠ ভরে গেছে। আশা করছি ফলন ভাল হবে। উপজেলার গোপালপুর গ্রামের কৃষক আজমল হোসেন বলেন সরিষা আবাদে খরচ কম লাভ বেশি। সেকারণে এ বছর উপজেলার বড় কৃষক থেকে শুরু করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা পর্যন্ত সরিষা আবাদ করেছে। তিনি আরো বলেন প্রতি বিঘা সরিষা আবাদে সার-বীজসহ উৎপাদন খরচ হয় ২৫'শ থেকে ৩হাজার টাকা। আর প্রতি বিঘা জমিতে সরিষা উৎপাদন হয় ৫ থেকে ৬মণ। বর্তমানে হাট-বাজারে প্রতিমণ সরিষার দাম ৩ থেকে প্রায় ৪হাজার টাকা। ফলে বর্তমান এ বাজারে উৎপাদন খরচ বাদে প্রতি বিঘা সরিষায় কৃষকের দিগুণেরও বেশি লাভ হচ্ছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রাফিউল ইসলাম বলেন সরকার ভোজ্য তেলের উপর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে আগামী ৩/৪বছরের মধ্যে শতকরা ৪০ভাগ তেল ফসলের আবাদ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় উপজেলা কৃষি বিভাগ কৃষকদের কৃষি প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি নানাভাবে সহযোগিতা করছে। ফলে উপজেলার কৃষকরা দিনের পর দিন সরিষা আবাদে ঝুঁকছেন।

কালীগঞ্জে ভাঙা সেতুতে বাসিন্দাদের দুর্ভোগ চরমে

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ কালীগঞ্জ উপজেলার জামাল ইউনিয়ন ও কোলা ইউনিয়নকে বিভক্ত করেছে বেগবতী নদী। এই নদীটিতে থাকা সেতু দুই ইউনিয়নের জনগণকে একীভূত করেছে। বর্তমানে এই নদীর উপর পুরাতন সেতুটি ভেঙে ফেলে উইকেয়ার প্রকল্পের অধীনে নতুন একটি সেতু নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। যে কারণে সাময়িক ভাবে চলাচলের জন্য সেতুটির নির্মাণ স্থল থেকে প্রায়২০০ গজ দূরে একটি

ম্যানইউকে হারিয়ে সেমির টিকেট পেলো টটেনহ্যাম

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দুর্দান্ত কামব্যাক, আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হয়েছিল টটেনহ্যাম হটস্পারের। তবে রুদ্ধশ্বাস এক লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত শেষ হাসি হেসেছে টটেনহ্যামই। গত বৃহস্পতিবার রাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে নিজেদের মাঠে ৪-৩ গোলে হারিয়ে কারাবাও কাপের সেমিফাইনালে নাম লিখিয়েছে আঞ্জে পোস্তেকুগলোর দল। দুদিন আগেই পোস্তেকুগলো বলেছিলেন, ফুটবল দলের কোচের চাকরি কোনো একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর চাকরির চেয়েও কঠিন। প্রতি সপ্তাহেই কঠিন নির্বাচনের মুখে পড়তে হয় তাদের, মানসিক চাপ বোঝাতে গিয়ে এমন যুক্তিই দিয়েছিলেন তিনি। তার মাথার সেই চাপ যেন তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল গত বৃহস্পতিবার কারাবাও কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে। ডমিনিক সোলাঙ্কির জোড়া আর দেজান কুলুসেসকির এক গোলে ম্যাচের ৫৪ মিনিট পর্যন্ত ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল টটেনহ্যাম। এই ম্যাচ জিততেই এরপর কালঘাম ছুটে গেলো স্পারদের। ৭ মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল শোধ করেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বদলি জসুয়া জির্কজি আর আমাদ দিয়ালো। ম্যাচের যখন ২০ মিনিট বাকি তখন স্কোরবোর্ডের অবস্থা ৩-২। সমতায় ফেরার বেশ কয়েকটি সুযোগও তৈরি করেছিল ম্যানইউ। কিন্তু ৮৮ মিনিটে সন হিউয়েন-মিং কর্নার থেকে দুর্দান্ত এক গোলে বোকা বানান ইউনাইটেড গোলরক্ষক আলটে বায়েনডিরকে। ইনজুরি টাইমের চতুর্থ মিনিটে জনি ইভান্স গোল করে আবারও আশা জাগিয়েছিলেন ইউনাইটেডের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৪-৩ গোলে টটেনহ্যামের জয়েই শেষ হয় রুদ্ধশ্বাস লড়াইটি।

নারী অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে জুনিয়র টাইগ্রেসরা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : নারী অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে সুপার ফোরে নেপালকে হারিয়ে ফাইনালে পৌছে গেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। নেপালের বিপক্ষে ৯ উইকেটের বিশাল জয় পেয়েছে জুনিয়র টাইগ্রেসরা। শিরোপা জেতার লড়াইয়ে ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। গতকাল শুক্রবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে নেপাল নারী অনূর্ধ্ব-১৯ দল। দলীয় ৮ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর দ্বিতীয় উইকেট হারায় ২৭ রানে। তারপর ৩৫ রানের মাথায় ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে হারা। বাংলাদেশের

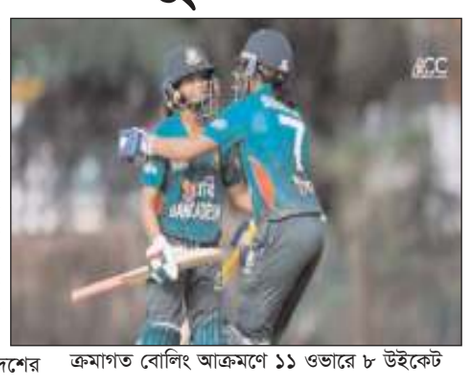

ক্রমাগত বোলিং আক্রমণে ১১ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৫৪ রানে থামে নেপালের ইনিংস। নেপালের হয়ে সর্বোচ্চ ১১ রান করেন সাবিত্রি ধামি। তাছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রান করতে পারেনি। বাংলাদেশের হয়ে ১ টি করে উইকেট শিকার করেন ফারজানা ইয়াসমিন, আনিসা আক্তার, ফাহমিদা ছোঁয়া এবং হাবিবা ইসলাম। ১১ ওভারে ৫৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দলকে দারণ শুরু এনে দেয় দুই ওপেনার ফাহমিদা ছোঁয়া ও ইভা। দলীয় ৪৬ রানে একমাত্র উইকেট ১৮ রানে ইভাকে হারায় বাংলাদেশ। বাকি কাজটা শেষ করেন ছোঁয়া আর সুমাইয়া আক্তার মিলে। ৯.৫ ওভারে মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায় বাংলাদেশের নারীরা।

পুলিশকে অনায়াসে হারিয়ে শীর্ষেই মোহামেডান

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জয়রথ চলছেই। প্রিমিয়ার লিগে আবাহনী-বসুন্ধরা কিংস হারলেও এখনও অজেয় সাদা-কালোরা। আজ শুক্রবারও পুলিশ এফসিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আলফাজ আহমেদের দল। লিগে মোহামেডান চার ম্যাচে চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে শীর্ষে। পুলিশ সমান ম্যাচে আগের ৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে পাঁচে। ময়মনসিংহের রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া স্টেডিয়ামে সানডে-টনি-দিয়াবাতের নৈপুণ্যে জয় এসেছে। ম্যাচের ৩১ মিনিটে মোহামেডান এগিয়ে যায়। মুজাফফরভের কর্নারে ইমানুয়েল টনি জোরালো হেডে দলকে লিড এনে দেন। ৪০ মিনিটে মোহামেডান ব্যবধান দ্বিগুণ করে। রিয়াদুল হাসান রাফির ক্রসে ইমানুয়েল সানডে ডিফেন্ডারদের মাঝ দিয়ে দারুণ এক ক্ষিপ্রতায় প্লেসিং করে দেন। প্রথমার্ধের শেষ দিকে মুজাফফরভের কর্নারে দিয়াবাতের হেড পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। যোগ করা সময়ে পুলিশ এফসি এক গোল শোধ দিয়ে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেয়। আল আমিন আড়াআড়ি শটে গোল করে ব্যবধান কমান। এ নিয়ে এই ফরোয়ার্ডের গোলসংখ্যা হলো পাঁচটি। ৭১ মিনিটে দিয়াবাতে দলের হয়ে তৃতীয় গোল করেন। মুজাফফরভের দারুণ এক পাস থেকে মালির স্ট্রাইকার বক্সে ঢুকে আগুয়ান গোলকিপারের ওপর দিয়ে ঠেলে দেন জালে। দিয়াবাতের গোলও ৫টি। শেষ সময় পর্যন্ত একই স্কোরলাইন ধরে রেখে সাদা-কালোরা জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে।

ওমানে চার ম্যাচে ৪০ গোল হজমের ব্যাখ্যা দিলো বাংলাদেশ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : গত জুনে এশিয়ান হকি ফেডারেশন (এএইচএফ) কাপে রানার্সআপ হয়ে বাংলাদেশ নারী দল প্রথমবার এশিয়া কাপের জুনিয়রদের ইভেন্টের চূড়ান্ত পর্বে ওঠে। কিন্তু ওমানে চূড়ান্ত পর্বে কঠিন অবস্থায় পড়েছে অর্পিতারা। গ্রুপে ৪ ম্যাচে সবকটিতে হেরেছে ৪০ গোল হজম করে। এ নিয়ে দলের মধ্যে নিজেদের অসহায়ত্বের কথা শোনা গেছে। মাসকটে দিন কয়েক আগে ছেলেরা জুনিয়র হকিতে দশ দলের মধ্যে সেরা পাঁচে থেকে আগামী বছর বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে বাংলাদেশ। আর মেয়েরা একই শহরে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে।

হামজা চৌধুরী এখন বাংলাদেশের

স্পোর্টর্স ডেস্ক : সব অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সুখবর দিয়েছে ফিফা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লেস্টার সিটির ফুটবলার হামজা চৌধুরী খেলতে পারবেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে। গত বৃহস্পতিবার ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি হামজার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। অনেক দিন ধরেই হামজার বিষয়টি ঝুলে ছিল ফিফায়। বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত এই ফুটবলার ইংল্যান্ড যুব দলের হয়ে ম্যাচ খেলার কারণেই তৈরি হয়েছিল জটিলতা। শেষ পর্যন্ত ফিফার অনুমতি মেলায় লাল-সবুজ জার্সিতে খেলার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে হামজা চৌধুরীর। আগামী ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নতুন বছরে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের মিশন শুরু করবে বাংলাদেশ। ওই ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশ জাতীয় দলে অভিষেক হতে পারে হামজার। হামজার বাংলাদেশ দলে খেলা হলে সেটাই কোনো প্রবাসীর প্রথম হবে না। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের ফুটবলে যোগ হয়েছিল নতুন অধ্যায়। ওই বছর নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের বিপক্ষে তখনকার ডাচ কোচ লোডভিক ডি ক্রুইফ লাল-সবুজ জার্সিতে প্রথম প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে খেলিয়েছিলেন জামাল ভূঁইয়াকে। ১১ বছর ধরে বাংলাদেশ দলে খেলছেন ডেনমার্ক প্রবাসী এ ফুটবলার। বাংলাদেশ দলের অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করছেন তিনি। ২০২১ সালের ৩ জুনে কাতারে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে দ্বিতীয় প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় তারিক রায়হান কাজীর। ফিনল্যান্ড প্রবাসী এ ফুটবলারও প্রায় নিয়মিত খেলে যাচ্ছেন লাল-সবুজ জার্সিতে। জাতীয় দলের রক্ষণে অন্যতম সেরা খেলোয়াড় তিনি। জামাল-তারিকের পর তৃতীয় প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেছেন রাহবার খান। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে কিরগিজস্তানে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে খেলেছেন কানাডা প্রবাসী এ ফুটবলার। এর পর আরো কয়েকজন প্রবাসী ফুটবলার বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার কাছাকাছি ছিলেন।

প্রবাসী ফুটবলারের আলোচনায় এখন বেশি উচ্চারিত হয়েছে দেওয়ান হামজা চৌধুরীর নাম। কারণ তিনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ফুটবলার। বিশ্বের শীর্ষ লিগগুলোর অন্যতম ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। এই লিগের কোনো ফুটবলার বাংলাদেশ দলে থাকাটাই অন্যারকম মর্যাদার। তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় দলে যত খেলোয়াড় আছেন নিঃসন্দেহে তাদের চেয়ে ধারে-ভারে এগিয়ে থাকবেন হামজা চৌধুরী।

মদ নিষিদ্ধই থাকছে সৌদি বিশ্বকাপে

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ২০৩৪ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে সৌদি আরব। কদিন আগে আনুষ্ঠানিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির নাম ঘোষণা করেছে ফিফা। ৪৮ দলের অংশগ্রহণে ২০৩৪ বিশ্বকাপ হবে ৫টি শহরের ১৫টি স্টেডিয়ামে। এর মধ্যে ৮টি হবে রাজধানী রিয়াদে। সর্বশেষ ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল কাতার। সেখানে আবগারি আইন শিথিল ছিল। নানা জল্পনার পর বৈশ্বিক ফুটবলের মহাযজ্ঞ শুরুর আগমুহূর্তে কাতারের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল কিছু কিছু জায়গায় মদ পাওয়া যাবে। বিদেশি পর্যটকরা সেখান থেকে মদ কিনতে পারবে। কিন্তু সৌদি আরবে তেমনটা হচ্ছে না বলেই এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান। ১৯৫২ সাল থেকে সৌদি আরবে মদ নিষিদ্ধ। বিদেশিরাও সেখানে মদ কিনতে বা খেতে পারেন না। মদপানের বিরুদ্ধে দেশটিতে কঠোর আইন রয়েছে। কেউ যদি মদ পান করে ধরা পড়েন তাহলে তাকে কয়েকশ বেত্রাঘাত করা, সৌদি থেকে বের করে দেওয়া, কারাদণ্ড দেওয়া অথবা আর্থিক জরিমানা করা হয়। অবশ্য সম্প্রতি মদ পান নিয়ে কিছুটা শিথিলতার পথে হাঁটছে সৌদি। পর্যটন ও অন্যান্য ব্যবসা খাতকে সমৃদ্ধ করতে মদের দোকান খোলার মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। ইসলামে মদসহ যে কোনো ধরনের নেশাদ্রব্য সম্পূর্ণভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ। তবে নতুন দোকানটি রিয়াদের কূটনৈতিক পাড়ায়, যেখানে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস রয়েছে। ওই এলাকাটিতেই দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা থাকেন। তবে দোকানটি যেতে পারবেন শুধু অমুসলিমরাই। ফুটবল বিশ্বকাপে আয়োজক দেশে নানা জায়গা থেকে সমর্থকরা খেলা দেখতে ভিড় জমায়। স্টেডিয়ামে প্রিয় দলের খেলা দেখতে দেখতে মদপানও করে থাকেন অনেকে। সৌদি আরবেও নানা দেশের সমর্থকদের সম্মিলন ঘটবে। কিন্তু তাদের জন্য প্রকাশ্য মদ্যপানের তেমন ব্যবস্থা থাকবে না বলেই খবর।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দশ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য সৌদি বিশ্বকাপে স্টেডিয়ামে বসে মদ্যপান করতে পারবেন না। বিষয়টি নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি ফিফা। তবে সংস্থাটির দায়িত্বশীল সূত্র গার্ডিয়ানকে বলেছে, ম্যাচগুলোতে মদ বিক্রি হওয়া নিয়ে কোনো প্রশ্নের সুযোগ নেই। অন্যান্য অনেক মুসলিম দেশের বিপরীতে সৌদি আরবে বিলাসবহুল হোটেলেও অ্যালকোহল বিক্রি নিষিদ্ধ। এক সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, 'সৌদি আরব আবগারি আইন শিথিল করবে না। ফিফাও তাদের কোনও রকম আবেদন করবে না বলেই জানা গিয়েছে। ম্যাচের মাঝে বিয়ার বিক্রি করা হবে না বলেই জানা গিয়েছে।' অবশ্য সৌদি বিশ্বকাপের বাকি এখনো ১০ বছর। তখন নিয়ম বদলাবে কি না তা বলা মুশকিল। কাতারে যেমন বিশ্বকাপ শুরুর দু'দিন আগে আবগারি আইন শিথিল করা হয়েছিল।

লাইফস্টাইল

যেসব সবজি ও ফলে কীটনাশক বেশি থাকে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সুস্থ থাকতে বেশি করে সবুজ শাকসবজি ও ফল খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। মৌসুমি বিভিন্ন সবজি ও ফলে ভিটামিন, প্রোটিন, ফাইবার ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান ভরপুর মাত্রায় থাকে। তবে সবজি বা ফলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কীটনাশক স্প্রে করা হয়। যে কারণে কয়েক রকম সবজি ও ফলের গায়ে কীটনাশক লেগে থাকে। এই কীটনাশক খাবারের মাধ্যমে শরীরে পৌঁছলে, তা রক্তের সঙ্গে মিশলে নানা রকম রোগবালাই হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে এই বিষ শরীরে মিশতে থাকলে ক্যানসারের মতো মরণঘাতী রোগের কবলেও পড়তে হতে পারে। বাজার থেকে কিনে আনা সবজি বা ফল সবসময়েই ভালো করে ধুয়ে তবেই খেতে হবে। তবে কয়েক রকম সবজি ও ফলে ধোয়ার পরেও কীটনাশক লেগে থাকে। সেগুলো কী কী জেনে নিন। পালং শাক, বাজার থেকে কেনা বেশিরভাগ পালং শাকে পার্মাথ্রিন নামে এক ধরনের কীটনাশকের খোঁজ পাওয়া গেছে। এটি এক ধরনের নিউরোটক্সিন, যা মানুষ ও পশুদের জন্য ক্ষতিকর। এই রাসায়নিক শরীরে ঢুকলে ক্যানসার ও স্নায়ুর রোগ হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে। তাই শাকপাতা খাওয়ার আগে তা লবণ-পানিতে ভিজিয়ে রেখে ভালো করে ধুয়ে তবেই খাওয়া উচিত। আঙুর ও আপেল, আঙুর ও আপেলের গায়ে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক লেগে থাকে। অনেকেই বাজার থেকে কিনে এনে আঙুর না ধুয়েই মুখে পুরে দেন। আপেলও তাই। এই দুই ফলে ডাইফিনাইলঅ্যামাইন নামে এক ধরনের রাসায়নিকের খোঁজ পাওয়া গেছে, যা শরীরের জন্য চরম ক্ষতিকর। তাই ফল কিনে এনে আগে জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত। তার পর ভালো করে ধুয়ে তবেই খেতে হবে। পেয়ারা, পেয়ারা খুবই পুষ্টিকর ফল। কিন্তু ভালো করে না ধুয়ে খেলেই মুশকিল হবে। পেয়ারার গায়ে বেশ কয়েক ধরনের কীটনাশকের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই সব রাসায়নিক শরীরের জন্য বিষ। পেটে গেলে লিভারের জটিল অসুখ হতে পারে। শাকসবজি-ফল কীটনাশকমুক্ত করবেন কীভাবে? বাজার থেকে কিনে আনা রাসায়নিক মিশ্রিত কোনো দ্রবণে সবজি পরিষ্কার করবেন না। বরং বাড়িতেই বানিয়ে নিন বেকিং সোডা ও পানির দ্রবণ। এই দ্রবণে সবজি ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। তারপর সেটি তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিন। ৯০ শতাংশ কীটনাশক ধুয়ে বেরিয়ে যাবে। সম পরিমাণে পানি ও ভিনেগার মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করুন। এই দ্রবণে এক চিমটে লবণ মিশিয়ে দিন। এ বার কাঁচা সবজি, শাক, ফল এই দ্রবণে ডুবিয়ে রাখুন ১০ থেকে ১৫ মিনিট। তারপর দ্রবণ থেকে তুলে পরিষ্কার পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিন। সালাদ খেলে এই উপায়ে সবজি আগে ভালো করে ধুয়ে নেবেন।

ঘুম থেকে উঠেও ক্লান্ত?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আমরা অনেকেই আছি, যাদের সারা দিন ক্লান্তি লাগে। ঘুমের আগে ক্লান্তি। ঘুম থেকে উঠেও ক্লান্তি। সারা দিনই যেন জোর করে নিজেকে ঠেলে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এমনই চলছে দিনের পর দিন। কথাগুলো শুনে হয়তো অনেকেই ভাবছেন তাকে নিয়েই বলা হচ্ছে। কিন্তু কেন এমন হয়? তা জানা প্রয়োজন। না হলে সমস্যার সমাধান হবে না। নানা কারণেই ক্লান্তি আসতে পারে শরীর ও মনে। তবে শহুরে মানুষদের যেসব কারণে সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তেমন পাঁচটি বিষয়টি তুলে ধরা হলো, * খাওয়া-দাওয়া ঠিক মতো না হলে ক্লান্তি কাটানো কঠিন। অনেকেই সঠিক সময়ে খাবার খাওয়ার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। যখন খিদে পেল বা সময় হলো, তখনই খেয়ে নেন। তাতে শরীর সময় মতো পুষ্টি পায় না। ফলে কর্মশক্তিও কমতে থাকে। * এক কালে ছিল টিভি দেখার নেশা। এখন তার সঙ্গে ফোন, কম্পিউটারের মতো নানা ধরনের জিনিস যোগ হয়েছে। এসবের টানে কমছে ঘুমের সময়। তাই প্রয়োজন মতো বিশ্রাম পাচ্ছে না শরীর। ক্লান্তিও কাটছে না। * শরীরের ওজন যত বেশি হবে, যেকোনো কাজেই তত বেশি খাটনি হবে। ফলে অনেক বেশি শক্তি ক্ষয় হবে। তাই স্থূলতার কারণেও কাটতে চায় না ক্লান্তি। * মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও নির্ভর করে ক্লান্তি। টানা মানসিক চাপ থাকলে তার চাপ গিয়ে পড়ে পেশিতেও। মাথা ব্যথা, পেটের সমস্যাও লেগে থাকে। সব মিলে ক্লান্তি থেকে যায়। * রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে থাকলেও জানান দেয় শরীর। ক্লান্তি হলো ডায়াবেটিসের একটি গুরুতর উপসর্গ।

শীতে ত্বকের যত্নে কোন তেল!

লাইফস্টাইল ডেস্ক: এবার শীতে ত্বক থাকবে আরও কোমল-মসৃণ আর তরতাজা-উজ্জ্বল-স্নিগ্ধ। কীভাবে? হাজার বছর ধরে সৌন্দর্য রক্ষায় মানুষ নির্ভর করেছে প্রকৃতির ওপর। এসব পণ্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তেল। ত্বকের যত্নেও ব্যবহার করা হয় নানা ধরনের তেল। তেল শুধু ত্বককে মসৃণ করে তা নয়, প্রাকৃতিক টোনার হিসেবেও কাজ করে। এর ফ্যাট লোমকূপ বন্ধ করে। ময়লা ও ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকে ত্বক সুরক্ষিত রাখে। অলিভ অয়েল ভিটামিন ই-তে পরিপূর্ণ। এটি আপনি নিশ্চিন্তে ত্বক, নখ এবং চুলে ব্যবহার করতে পারবেন। লক্ষ্য করবেন যে, দিনের পর দিন আপনার ত্বক কতটা জেল্লা দিচ্ছে। নিজেই অবাক হয়ে যাবেন! নারিকেল প্রাকৃতিক ময়েশ্চার হিসেবে কাজ করে। এটি সারাদিন ত্বকে আর্দ্রতা ও পুষ্টি ধরে রাখে। সরষের তেলে রয়েছে অয়েলিক ও লিনোলিক অ্যাসিড যা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। এটি শরীরকে চাঙা করে তোলে ও ত্বকের দীপ্তি বাড়ায়। অ্যান্টি-ফাঙ্গাল হওয়ায় এটি ত্বককে চর্মরোগ হওয়া থেকে বাঁচায়। ত্বকের রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। গোসলের আগে ও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ত্বকে যে কোনো তেল মেখে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। এছাড়া অলিভ অয়েল ও কয়েক ফোঁটা নারিকেল তেলের সঙ্গে এক চামচ চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব করুন। সরষের তেল ও সামান্য লবণের স্ক্রাব ত্বকের মরা চামড়া দূর করে ত্বক মসৃণ রাখে। শীতে সপ্তাহে একবার শুষ্ক ত্বকের জন্য চন্দনগুঁড়া, দুধের সর, যে কোনো তেল আধা চা চামচ আর সামান্য হলুদ একসঙ্গে মিশিয়ে মুখ ও ঘাড়ে লাগান। ১৫ মিনিট পর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বক হবে উজ্জ্বল আর সঙ্গে আসবে মসৃণতা। এক চিমটি জাফরান,কাঁচা দুধে মিশিয়ে মুখে লাগান প্রতিদিন। পনেরো দিন পরে নিজেই পরখ করতে পারবেন নিজের ত্বকের উজ্জ্বলতা।

যেভাবে খেলে নারকেল তেলেই কমবে ওজন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ঘন চুল, কোমল ত্বক পাওয়া থেকে রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে নেওয়া পর্যন্ত নারকেল তেল আশ্চর্যজনক স্বাস্থ্য উপকারিতায় ভরপুর। চুলের যত্নে, মাথা ঠান্ডা রাখতে হাজার বছর ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে নারকেল তেল। জানেন তো, ওজন কমাতেও কার্যকর নারকেল তেল। নারকেল তেল শরীরের ফ্যাটকে বার্ন করতে সহায়তা করে ও ওজন কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন ই, অ্যান্টি অক্সিডেন্টস এবং পলিফেনল সমৃদ্ধ এই নারকেল তেল হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। ওজন কমানোর জন্য রান্নায় অতিরিক্ত ভার্জিন নারকেল তেল ব্যবহার করতে হয়। এতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে না, ফলে কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং ওজন বাড়ে না। নারকেল তেলে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের হজমশক্তি বাড়ায়। ওজন কমাতে হলে ডায়েটে প্রচুর সবজি রাখুন। আর এই সবজিগুলো রান্না করুন নারকেল তেলে। মনে রাখবেন, খুব বেশি তেল দিতে হবে না, মাঝারি এক বাটি সবজি রান্নায় মাত্র এক টেবিল চামচই যথেষ্ট। এছাড়া সকালের চা বা কফিতে এক ফোঁটা নারকেল তেল দিন। ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্স ভালো করতে ও ফিট থাকতে নিয়মিত নারকেল তেলে খান। আর এজন্য বাজারে প্রচুর স্পোর্টস বার এবং পানীয় পাওয়া যায় যার মধ্যে নারকেল তেল রয়েছে। নারকেল তেল স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, তবে এর অর্থ এই নয় যে আপনি যা চান তাই পাবেন। ওজন কমাতে চাইলে নিয়মিত ব্যায়াম, পরিমিত খাওয়া ও পর্যাপ্ত বিশ্রামও নিতে হবে।

ঘরোয়া উপায়ে কমবে দাঁত ব্যথা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ছোট-বড় সবারই দাঁতে ব্যথা হয়। এ সমস্য কখনো বলে কয়ে আসে না। হঠাৎ যদি দাঁতে ব্যথা শুরু হয়ে যায়, তখন দিশেহারা হয়ে আমরা ওষুধের খোঁজ করি। কিন্তু কিছু ঘরোয়া উপায় জানা থাকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দাঁত ব্যথার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। চলুন জানি সেই উপায়- * দুটি লবঙ্গ থেঁতো করে কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁতে লাগান। অথবা দুটি লবঙ্গ চিবিয়ে ব্যথার স্থানে জিভ দিয়ে চেপে রাখুন। * এক কোয়া রসুন থেঁতলে নিয়ে অল্প একটু লবণ মিশিয়ে দাঁতে লাগান। বেশি যন্ত্রণা হলে এক কোয়া রসুন চিবিয়ে খান। * লবণের সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। দাঁতে লাগিয়ে রাখুন কয়েক মিনিট। ব্যথা কমে গেলেও কয়েকদিন এটা করুন। * এক টুকরা কাঁচা পেঁয়াজ চিবিয়ে খেয়ে নিন। যদি বেশি ঝাঁঝ লাগে তবে দাঁতের ওপর পেঁয়াজ চেপে রাখলে আরাম পাওয়া যাবে। * আধ চা চামচ হিং গুঁড়ো দুই টেবিল চামচ লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁতে লাগান। দু মিনিটেই ব্যথা শেষ। * দাঁত, মাড়ি, গলার ব্যথা কমাতে খুব ভাল কাজ করে লবণ পানি।

ঘুরতে যাওয়ার সময় ব্যাগ গোছাবেন যেভাবে?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীত মৌসুমে বেড়াতে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়। সুরক্ষিত থেকে অবশ্য ঘুরতে যেতেই পারেন। তবে শীতে ঘুরতে যাওয়া যেমন আরামের, কারও কারও ক্ষেত্রে তা কষ্টেরও। শীত মৌসুমে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে অনেকের শরীর খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। এজন্য অবশ্যই ছুটিতে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু জিনিস সঙ্গে নেওয়া ও তথ্য জানা জরুরি। কোথায় যাবেন, কত দিন থাকবেন, সময় নিয়ে পরিকল্পনা করুন। আবহাওয়ার তথ্য ভালো করে জেনে নিন। চলতি মৌসুমে ঠান্ডা বা হাঁপানির সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। নাজুক আবহাওয়ার কারণে ঘুরতে গিয়ে আটকে পড়ার আশঙ্কাও থাকে। শীতে ঘুরতে যাওয়ার সময় ব্যাগের ওজন বাড়বেই। তবু প্রয়োজনীয় পোশাক না নিয়ে বের হবেন না। আগে থেকে কিনে নিন শীতবস্ত্র। সোয়েটার, জ্যাকেট বা শাল জড়িয়েও ঠান্ডার সঙ্গে পেরে উঠতে পারেন না অনেকেই। তবে অভিজ্ঞরা বলছেন, পায়ের পাতা গরম রাখতে পারলে দেহের উষ্ণতা অনেকটাই স্বাভাবিক থাকে। প্রয়োজনে উলের মোজাও পরতে পারেন। আপনি যে ওষুধগুলো খান তাতো ব্যাগে নেবেনই, ফার্স্ট এইড বাক্সও সঙ্গে নিয়ে নিন। এছাড়া বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়লে যাতে বৈদ্যুতিক ডিভাইস সুরক্ষিত থাকে, সেজন্য মোবাইল কেস নিন। ঘুরতে গেলে এমনিতেই পানি পান করার কথা মাথায় থাকে না। ঠান্ডা জায়গায় গেলে সেই প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু পর্যাপ্ত পানি না পান করলে শরীর ডিহাইড্রেটেড হতে পারে। ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হতে পারে।